শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নবীনচন্দ্র সেন

তৃতীয় সংস্করণ

১৩১৯

নিবেদন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার এই সংস্করণের সংস্কৃত মূলের প্রুফ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, মহাশয় ও অনুবাদ অংশের প্রুফ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগের নিকট আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পাঠকবর্গের পাঠের সুবিধার জন্য মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি ভিন্ন রঙের কালীতে মুদ্রিত হইল।

রেঙ্গুন
আশ্বিন, ১৩১৯। } শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন।

—o—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

গীতামাহাত্ম্যম্।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আমি মূর্খ, ভগবদ্গীতার মর্ম্ম কি বুঝিব? গীতা জগতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ। গীতাব ভাষায় বলিতে গেলে—

"আকুল পূবিত, স্থির, অচঞ্চল,
দমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন ;"

তেমনি [illegible]তের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থরাশি এই গীতা-সাগরে বিলীন হইয়া যা[illegible]। কাব্যাংশেও গীতা অতুলনীয়। ইহার অভিনেতা স্বয়ং ভগ[illegible]ন্ শ্রীকৃষ্ণ এবং ভারতেব অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। স্থা[illegible]ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। সময়—মহাভারত-যুদ্ধের প্রারম্ভ। [illegible]ভারতের সশস্ত্র যুদ্ধার্থী নৃপতিমণ্ডল। বিষয়—কর্ত্তব্য-পরা[illegible] অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত করা। ইহা গীতার গৌণ উদ্দেশ্য। [illegible] অনন্ত জ্ঞানসিন্ধু মন্থন করিয়া মানবজাতির জন্য পরম ধর্ম্মামৃত বা চরম মনুষ্যত্ব উদ্ভাবন করাই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। কাব্যে এবং ধর্ম্মগ্রন্থে রূপগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই উভয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম—

নিষ্কাম ধর্ম্ম।

এই নিষ্কামত্ব বা কামনার নির্ব্বাণই বৌদ্ধ ধর্ম্মের—

নির্ব্বাণ।

কি প্রণালীতে এই মহৎ ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, কি [illegible]

গীতোক্ত তত্ত্বরত্নরাশি গ্রথিত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে কোন্ কোন্‌টি সর্ব্বপ্রধান, তাহা একবার সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

—o—

প্রথম অধ্যায়।

সৈন্যদর্শন।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডবেরা যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সমগ্র নৃপতিমণ্ডল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে রথ লইয়া গেলে অর্জ্জুন দেখিলেন যে তাঁহার সমুদায় আত্মীয়-স্বজন যুদ্ধার্থে উপস্থিত। তিনি বলিলেন—

"হই বা নিহত যদি করে ইহাদের আমি, হে মধুসূদন!
তুচ্ছ মহী, ইহাদেরে না ইচ্ছি ত্রৈলোক্যতরে বধিতে কখন।" ৩৪

তখন তিনি শোকে একান্ত কাতর হইয়া ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া উদ্বিগ্ন মনে রথে বসিয়া রহিলেন।

—o—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাঙ্খ্যযোগ।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে এরূপ সঙ্কট সময়ে তাঁহার এরূপ শোক ও ক্লীবত্ব আর্য্যের অযোগ্য। কিন্তু অর্জ্জুন বলিলেন, তিনি গুরুগণ বধ না করিয়া বরং ভিক্ষা করিয়া খাইবেন। তাঁহার এই ইন্দ্রিয়শোষক শোক ধরার রাজ্যে, কিম্বা সুর-রাজ্যেও বিমোচন করিতে পারিবে না। অতএব—

"পরন্তপ ধনঞ্জয় কহি ইহা পদ্মনাভে—
'করিব না যুদ্ধ আমি,' রহিলেন মৌনভাবে।" ৯

তখন ভগবান্ সহাস্য বদনে তাঁহাকে অদ্ভুত গীতোক্ত ধর্ম্ম বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। এইখানে গীতা আরম্ভ হইল। তিনি বলিলেন, অর্জ্জুন জ্ঞানী হইয়াও যে বিষয়ে শোক করা উচিত নহে তাহাতে শোক করিতেছেন। এ কথাটি তিনি তিন প্রকারে বুঝাইলেন। তিনি প্রথমতঃ বুঝাইলেন যে আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিকার নাই, কেবল দেহ মাত্র নষ্ট হয়। অতএব আত্মাকে কেহ বধ করিতে পারে না, আত্মাও কাহাকে বধ করেন না। মানুষের দেহে যেরূপ কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য সংঘটিত হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ অবস্থান্তর মাত্র।

"যথা জীর্ণবাস করি পরিহার, করে নর নব বসন গ্রহণ ;
তথা পরিহরি দেহী জীর্ণ দেহ, করে অন্য নব শরীর ধারণ।" ২২

দ্বিতীয়তঃ, যদি মনে কর, আত্মা নিত্য জন্মিতেছে, নিত্য মরিতেছে, তথাপিও শোক অনুচিত। কারণ—

"জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু, মরিলে জন্ম নিশ্চিত।
অপরিহার্য্যের তরে শোক করা অনুচিত।" ২৭

তদ্ভিন্ন—

"আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত মাত্র ভূতগণ,
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ ; তার তরে কি বেদন ?" ২৮

বুঝাইলেন, আত্মা নিত্য। তাহার জন্ম মৃত্যু নাই। আর দেহ আদিতে অব্যক্ত থাকে বলিয়া ত কেহ শোক করে না। তবে নিধনে অব্যক্ত হয় বলিয়া শোক করিবে কেন ?

তৃতীয়তঃ, অন্য কারণে না হইলেও নিতান্ত—

"স্বধর্ম্মেরো পানে চাহি ভীতি কর পরিহার,
ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।" ৩১

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ। ইহার উদ্দেশ্য পরস্বহরণকারী দুরাচারের দমন। ভগবান বলিলেন—

"আর যদি তুমি নাহি কর এই ধর্ম্ম-রণ,
হারা'য়ে স্বধর্ম্ম, কীর্ত্তি, পাপে হবে নিমগন।" ৩৩

ইহার নাম সাঙ্খ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ। তিনি বলিলেন ভোগ ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি ফল কামনা করিয়া যে কর্ম্মাদি করা যায় তাহাতে চিত্ত বিষ্ণুতে সমাহিত বা স্থিরীকৃত হয় না।

"সকাম সকল বেদ, অর্জ্জুন হও নিষ্কাম,
যোগী নিত্য সত্ত্বস্থিত, দ্বন্দ্বহীন, আত্মবান।" ৪৫

কারণ, কর্ম্ম হইতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ।—

"যেবা প্রয়োজন কূপে, জলময় সর্ব্বস্থান,
সেই মত সর্ব্ববেদে লব্ধ যবে ব্রহ্মজ্ঞান।" ৪৬

তবে কি কর্ম্ম করিব না? করিব।

"কর্ম্মে তব অধিকার, ফলে নহে কদাচিত।
তেয়াগিবে কর্ম্মফল, কর্ম্ম ত্যাগ অনুচিত।" ৪৭

অতএব—

"সুখ দুঃখ সম করি, লাভালাভ, জয়াজয়,
কর যুদ্ধ, ইথে পাপ হইবে না ধনঞ্জয়!" ৩৮

এরূপ যোগ অবলম্বন করিলে তোমার জ্ঞান ব্রহ্মেতে স্থিত হইবে, অর্থাৎ তুমি স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ করিবে।

তখন অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্থিতপ্রজ্ঞ" ব্যক্তির লক্ষণ কি? ভগবান বুঝাইলেন—

(১) "মনের কামনা সর্ব্ব করি, পার্থ! পরিহার,
আত্মাতেই তুষ্ট আত্মা,—স্থিতপ্রজ্ঞ নাম তার। ৫৫

(২) "কূর্ম্মের অঙ্গের মত, অর্থ হ'তে সঙ্কুচিত,
যে করে ইন্দ্রিয়গণ,—প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত। ৫৮

(৩) "সংযত-ইন্দ্রিয় হও, মৎপর ও যোগস্থিত।" ৬১

অর্থাৎ (১) নিষ্কাম, (২) জিতেন্দ্রিয় এবং (৩) ঈশ্বর-পরায়ণ যোগীই স্থিতপ্রজ্ঞ।

"আকুল পূরিত, স্থির, অচঞ্চল,
সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন;
তেমতি কামনা প্রবেশে যাহাতে,
সেই পায় শান্তি, নহে কামী জন।" ৭০

——০——

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

অর্জ্জুন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কেন এ ঘোর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন?

ভগবান কহিলেন, কর্ম্ম না করিয়া লোক নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ—

"অকর্ম্মা থাকিতে কেহ নাহি পারে কদাচিত,
প্রাকৃত গুণেতে সবে হয় কর্ম্মে নিয়োজিত।" ৫

অতএব প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

"কিন্তু আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্তি যার,
আত্মাতে সন্তুষ্ট সদা, তার কার্য্য নাহি আর।" ১৭

যত দিন সে অবস্থা না হইবে তত দিন নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন লোকশিক্ষার জন্য নিতান্ত তোমার কর্ম্ম করা উচিত। কারণ—

"যাহা আচরয় শ্রেষ্ঠ, করে তা ইতর জন।" ২১

স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্ম করিতেছেন—

"আমার কর্ত্তব্য, পার্থ! ত্রিলোকে নাহি কিঞ্চিৎ,—
অপ্রাপ্ত, প্রাপ্তব্য নাহি; তবু আমি কর্ম্মান্বিত।" ২২

কেন?

"আমি কর্ম্ম না করিলে হবে সব উৎসাদিত।" ২৪

অতএব সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত। তবে অজ্ঞানীরা যে কর্ম্ম সকাম ভাবে করে, জ্ঞানীরা তাহা নিষ্কাম ভাবে করিবেন। ভগবান কহিলেন—

"আমাতে সকল কর্ম্ম আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলে করি সমর্পণ,
নিষ্কাম, মমতাহীন, হয়ে নির্ব্বিকারচিত্ত কর তুমি রণ।"৩০

তুমি যে দুষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছ, অর্থাৎ যুদ্ধ করিতেছ না, তাহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। তাহা ভাল হইলেও—

"সগুণ সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে শ্রেয় স্বধর্ম্ম বিগুণ।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ তথাপি, অর্জ্জুন!" ৩৫

তখন অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্ত-বিকার জন্মাইয়া পুরুষকে কে অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক পাপে নিযুক্ত করে? উত্তর—কাম এবং ক্রোধ। অতএব ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া ইহাদিগকে ধ্বংস করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞানকর্ম্ম-বিভাগযোগ।

পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ বুঝাইয়া ভগবান্ এই অধ্যায়ে উভয়ের পার্থক্য বুঝাইতেছেন। বুঝিলাম, ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। কিন্তু কোন্‌টি সুকর্ম্ম, কোন্‌টি দুষ্কর্ম্ম, এবং কর্ম্মহীনতাই বা কি, তাহা কি প্রকারে জানিব? যখন লোকের এরূপ দুরবস্থা হয় যে সুকর্ম্মে দুষ্কর্ম্মে প্রভেদ বুঝিতে পারে না, অর্থাৎ সংসার হইতে ধর্ম্মজ্ঞান তিরোহিত হয়—

"যখন যখন ঘটে, ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি। ৭

"সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে জনম গ্রহণ।" ৮

তখন ভগবান শরীর গ্রহণ করিয়া মানবজাতিকে প্রকৃত ধর্ম্ম অথবা প্রকৃত কর্ত্তব্যজ্ঞান শিক্ষা দেন। আর যদি বল যে, তাহা লাভ করা বহু জ্ঞান এবং তপস্যার ফল, তথাপি—

"যে যথা আমাকে চাহে, তাকে তথা ভজি আমি।"

কারণ—

"পার্থ! সর্ব্বরূপে নর মম পথ অনুগামী।" ১১

লোকে দ্রব্যাদি দ্বারা নানারূপ যাগ যজ্ঞ করে এবং যোগ সাধন করে। কিন্তু—

"দ্রব্যময় যজ্ঞ হ'তে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়ান্বিত;
সর্ব্ববিধ কর্ম্ম, পার্থ! জ্ঞানে হয় সমাপিত।" ৩৩

সে জ্ঞান কিরূপ?—

"যে জ্ঞান লভিলে পুন না হবে মোহ, পাণ্ডব!
আত্মাতে আমাতে পরে দেখিবে সংসার সব।" ৩৫

কিরূপ হইলে তাহা পাওয়া যায়?—

"তৎপর, সংযতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান, লভে জ্ঞান।
লভি জ্ঞান, পায় শীঘ্র পরম শান্তি নিদান!" ৩৯

—o—

পঞ্চম অধ্যায়।

কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ।

ঈশ্বর-জ্ঞান লাভার্থ কর্ম্ম-ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দুটির কোন্‌টি শ্রেয়? ভগবান কহিলেন, উভয়ই শ্রেয়স্কর, তথাপি সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সাঙ্খ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক নহে—

"সাঙ্খ্যেরা পায় যে স্থান, যোগীও সেখানে যায়।
অভিন্ন সাঙ্খ্য ও যোগ, যে দেখে সে দেখে তায়।" ৫

কর্ম্মযোগ-বিহীন সন্ন্যাস কেবল দুঃখের কারণ। কেন না কর্ম্মযোগী সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দেখে, এবং সে মনে করে ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয়ের জন্য ইন্দ্রিয়েরা কর্ম্ম করিতেছে। অতএব সে কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসীর মত কোন কর্ম্মে লিপ্ত হয় না।—

"ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম্ম, নিষ্কাম যে কর্ম্ম-রত;
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্ম-পত্রে জল মত।" ১০

সে কেবল আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করে মাত্র। সে জানে—

"নরের কর্তৃত্ব, কর্ম্ম কর্ম্মফল, কদাচিত
না স্বজেন বিভু; তারা স্বভাবেতে প্রবর্ত্তিত। ১৪

"নাহি লন পুণ্য, পাপ, কারো বিভু কদাচন।"

তবে লোকে সে রূপ মনে করে কেন?—

"অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জ্ঞান, তাহে মুগ্ধ জীবগণ।" ১৫

সে প্রকৃতরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া শান্তি লাভ করে।

"যজ্ঞ-তপ-ফল-ভোক্তা, অর্জ্জুন! সর্ব্বলোকের
আমি মহেশ্বর,
সুহৃদ্ সর্ব্বভূতের, আমাকে জানিয়া শান্তি
লভে সেই নর।" ২৯

এত অল্প কথায় পরমেশ্বরের এমন একটি মহৎ ও পূর্ণ চিত্র অন্য কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে আছে কি না জানি না।

—o—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অভ্যাসযোগ।

এই অধ্যায়েও সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ বা যোগের কথা। ভগবান কহিলেন—

"করে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ম্ম-ফলে হীনস্পৃহ,
সে সন্ন্যাসী, সেই যোগী; না নিরগ্নি, না অক্রিয়।" ১

যে ব্যক্তি যোগাকাঙ্ক্ষী, কর্ম্ম তাহার অবলম্বন। আর যে ব্যক্তির যোগসিদ্ধি হইয়াছে তাহার অবলম্বন শান্তি। তাহার আর কর্ম্ম নাই। যোগারূঢ় বা যোগসিদ্ধের অবস্থা কিরূপ?—

"জ্ঞানে বিজ্ঞানেতে তৃপ্ত, অবিকার, জিতেন্দ্রিয়,—
সেই যোগী, যার লোষ্ট্র, শিলা, স্বর্ণ-সমপ্রিয়।" ৮

* * * *

"নিবাত স্থানেতে স্থিত নিষ্কম্প প্রদীপ মত,
অর্জ্জুন! সংযত-চিত্ত যোগী আত্মযোগ-রত।" ১৯

* * * *

"আত্মাকে সমস্ত ভূতে, আত্মাতে সমস্ত ভূত
সর্ব্বত্র সমান-দর্শী যোগী করে অনুভূত।" ২৯

* * * *

"সর্ব্বত্র সমান দেখে আত্মবৎ যেই জন,
সুখে দুঃখে—মম মতে সে জন যোগী পরম।" ৩২

তখন অর্জ্জুন কহিলেন—

"হে কৃষ্ণ! চঞ্চল মন, দৃঢ়, মত্ত শক্তিধর;
তাহার নিগ্রহ করা বায়ু মত সুদুষ্কর।" ৩৪

উত্তর—

"দুর্জ্জয় চঞ্চল মন, হে মহাবাহো! নিশ্চিত।
অভ্যাসে, বৈরাগ্য, কিন্তু হয় তাহা নিগৃহীত।" ৩৫

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন যোগে অকৃতকার্য্য হয়, তাহারা কি "ছিন্ন মেঘের মত" উভয় লোক ভ্রষ্ট হয়? ভগবান কহিলেন—

"ইহলোকে পরলোকে না হয় সে বিনাশিত।
দুর্গতি কল্যাণকারী নাহি পায় কদাচিত।" ৪০

সে ব্যক্তি পরজন্মে

"লভে তথা বুদ্ধিযোগ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধন,
সিদ্ধি তরে পুনঃ যত্ন করে সে, কুরুনন্দন!" ৪৩

সে এরূপ যত্ন করিয়া,

"বহু জন্মে হ'য়ে সিদ্ধ, পায় সে পরমগতি।" ৪৫

——০——

সপ্তম অধ্যায়।

বিজ্ঞানযোগ।

সকল যোগের লক্ষ্য সেই পরমগতি বা পরম ব্রহ্মের প্রকৃতি কিরূপ? ভগবান কহিলেন, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার—এই আমার অষ্ট প্রকার প্রকৃতি। ইহাদিগকে অপরা প্রকৃতি কহে। জীবভূত অন্য যে পরা প্রকৃতি আছে, তাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়।

"আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কিছু, হে ভারত!
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে মণিগণ মত।" ৭

রাজসিক, তামসিক ও সাত্ত্বিক ভাবে জগৎ বিমুগ্ধ।

কেবল চাতুর্ব্বিধ পুণ্যবান ভগবানের ভজনা করে—পীড়িত, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, অর্থাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে

"লভে বহু জন্ম অন্তে এই জ্ঞান—'কৃষ্ণ সব',
যে জ্ঞানী আমাকে পায়, সে মহাত্মা সুদুর্লভ।" ১৯

আর যাহারা দেবতার পূজা করে ?

"লভে ক্ষণস্থায়ী ফল সেই অল্পজ্ঞানীগণ ;
দেবযাজী পায় দেবে, আমাকে মদ্ভক্ত জন।" ২৩

আর,

"অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সহ জানে যাহারা আমায়,
আমাকে সে যোগিগণ, প্রয়াণ কালেও পার্থ! জানিবারে পায়।" ৩০

—o—

অষ্টম অধ্যায়। ব্রহ্মযোগ। অধিভূতাদি কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া ভগবান বলিলেন—

"সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিন বিদিত,
রাত্রি যুগ সহস্রান্ত,—জানে দিবারাত্রিবিৎ। ১৭
অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে জনমে আসিলে দিন।
সেরূপ আসিলে রাত্রি অব্যক্ততে হয় লীন। ১৮
ভূতগণ এইরূপে জন্মি জন্মি হয় লয়।
রাত্র্যাগমে অস্ববশ, দিবসেতে জন্ম হয়।" ১৯

সংক্ষেপে এমন বিজ্ঞানসঙ্গত সৃষ্টি-প্রকরণ কি আর কোনও

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১॥

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎকুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭॥

প্রথম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুদ্ধাশয়
মম পুত্র, পাণ্ডবেরা, কি করিল, হে সঞ্জয়! ১

সঞ্জয় কহিলেন।

ব্যূহিত পাণ্ডব সেনা নিরখিয়া দুর্য্যোধন,
আচার্য্য সমীপে রাজা করিলেন নিবেদন। ২

দেখ পাণ্ডুপুত্রদের, আচার্য্য! সেনা অপার,
ব্যূহিত দ্রুপদ পুত্রে ধীমান্ শিষ্য তোমার। ৩

ভীমার্জ্জুন সমযোদ্ধা, দেখ, শূর, ধনুর্দ্ধর,
মহারথী যুযুধান, বিরাট, পঞ্চালেশ্বর। ৪

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ বীর্য্যাধার,
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য আর। ৫

যুধামন্যু পরাক্রান্ত, উত্তমৌজা বীর্য্যবান্,
সুভদ্রা-দ্রৌপদী-পুত্রে মহারথী খ্যাতনাম। ৬

বিশিষ্ট আমার পক্ষে যে সেনা-নায়কগণ,
কহিতেছি, দ্বিজোত্তম! তাহাদের বিবরণ। ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম ॥ ১০ ॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

আপনি, ও ভীষ্ম কর্ণ, জয়দ্রথ, কৃপ বীর,
বিকর্ণ ও অশ্বত্থামা, সোমদত্ত-সুত ধীর। ৮

অন্যান্য অনেক শূর সজ্জিত আমার তরে ত্যজিতে জীবন,
সবে যুদ্ধবিশারদ, ধরে সবে নানা শস্ত্র, নানা প্রহরণ। ৯

অপর্য্যাপ্ত মম সৈন্য করেন ভীষ্ম রক্ষণ;
পর্য্যাপ্ত পাণ্ডব সেনা রক্ষিছে ভীম তেমন। ১০

সর্ব্বত্র ব্যূহের মুখে যথাভাগে অবস্থিত
হইয়া, করুন্ সবে ভীষ্মদেবে সুরক্ষিত। ১১

জন্মিয়া তাঁহার হর্ষ, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ
প্রতাপী, ধ্বনিলা শঙ্খ উচ্চে সিংহনাদ সহ। ১২

তখন পণব, ভেরী, আনক, গোমুখ, শঙ্খ,
সহসা বাজিল, শব্দে হইল তুমুল্ আতঙ্ক। ১৩

তখন শ্বেতাশ্ব-যুক্ত মহৎ রথেতে স্থিত
মাধব, পাণ্ডব, শঙ্খ করিলেন বিধ্বনিত। ১৪

হৃষিকেশ—"পাঞ্চজন্য," "দেবদত্ত"—ধনঞ্জয়,
ভীমকর্ম্মা ভীম—"পৌণ্ড্র," ধ্বনিলেন শঙ্খত্রয়। ১৫

বাজাইলা শঙ্খ রাজা কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির,—"অনন্ত বিজয়,"
নকুল্ ও সহদেব—"সুঘোষ," "মণিপুষ্পক," মহাশঙ্খ দ্বয়। ১৬

ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, শিখণ্ডী রণ-পণ্ডিত,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটেশ, সাত্যকি অপরাজিত, । ১৭

দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্র, সুভদ্রার মহাবাহু পুত্র বীরমতি,
পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ, তখন ধ্বনিলা সবে, হে পৃথিবীপতি ! ১৮

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের, বিদারিয়া অন্তঃস্থল,
আকাশ পৃথিবীব্যাপি উঠিল সে কোলাহল। ১৯

কপিধ্বজ, যুদ্ধে স্থিত দেখি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
নিক্ষেপ করিতে অস্ত্র তুলি নিজ শরাসন, ২০
কহিলেন, মহীপতি ! হৃষীকেশে এই মত—

অর্জ্জুন কহিলেন।

উভয় সেনার মধ্যে, হে অচ্যুত ! রাখ রথ। ২১

যাবত নিরখি আমি, যুদ্ধকামী বীরগণে
কাহারা আমার সনে যুঝিবেক এই রণে ; ২২

দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের সাধিবারে প্রিয়ব্রত,
কাহারা আসন্ন রণে হইয়াছে সমাগত। ২৩

সঞ্জয় কহিলেন।

এরূপ কহিলে পার্থ, হৃষীকেশ, হে ভারত !
উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিয়া উত্তম রথ, ২৪

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং ।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি । ২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ।৩১॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জ্জীবিতেন বা ।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥৩২॥

ভীষ্ম দ্রোণ অভিমুখে মহীপতি সর্ব্বজন,
কহিলেন,—"দেখ পার্থ! সমবেত কুরুগণ।" ২৫

পাণ্ডব দেখিলা চাহি, পিতৃ, পিতামহ গুরু, মাতুল তথায়,
ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, সুহৃদ্‌গণ উভয় সেনায়। ২৬

দেখিয়া কৌন্তেয় তথা সর্ব্ব বন্ধু অবস্থিত,
কহিলেন এইরূপে কৃপাবিষ্ট বিষাদিত। ২৭

অর্জ্জুন কহিলেন।

দেখিয়া স্বজন, কৃষ্ণ! সমবেত, রণোন্মুখ,
অবসন্ন গাত্র মম, বিশুষ্ক হতেছে মুখ। ২৮

কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, হইতেছে রোমাঞ্চিত,
পড়িছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত। ২৯

নাহি শক্তি থাকি স্থির, হইতেছে ভ্রান্ত মন,
হে কেশব! দুর্নিমিত্ত করিতেছি দরশন। ৩০

বধিয়া স্বজন রণে নাহি দেখি শ্রেয়োমুখ;
না চাহি বিজয় কৃষ্ণ! নাহি চাহি রাজ্য, সুখ। ৩১

কি কায রাজ্যে, গোবিন্দ! কি কায ভোগে, জীবনে? যাদের কারণ
চাহি রাজ্য, ভোগ, সুখ, তারা উপস্থিত যুদ্ধে ত্যজিতে জীবন। ৩২

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৩ ॥

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ॥ ৩৪ ॥

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

রয়েছে আচার্য্য তথা, পিতা, পুত্র, পিতামহ,
মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক, সম্বন্ধীসহ। ৩৩

হই বা নিহত যদি করে ইহাদের আমি, হে মধুসূদন!
তুচ্ছ মহী, ইহাদেরে না ইচ্ছি ত্রৈলোক্য তরে বধিতে কখন।৩৪

বধি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে কিবা প্রীতি জনার্দ্দন হইবে উদয়?
এই আততায়ীগণে বধিলেও পাপাশ্রয় ঘটিবে নিশ্চয়।৩৫

করিব না হত্যা কভু ধার্ত্তরাষ্ট্রে সবান্ধব;
কিরূপে স্বজন বধি হইব সুখী, মাধব? ৩৬

যদিও না দেখে এরা, লোভেতে হয়েছে মোহ
কুলক্ষয়ে কি যে দোষ, কি পাতক মিত্রদ্রোহ।৩৭

জানিয়া শুনিয়া মোরা, নিবৃত্ত না হ'ব কেন,
দেখিতেছি, জনার্দ্দন! কুলক্ষয়ে পাপ হেন? ৩৮

কুলক্ষয়ে হয় নষ্ট কুলধর্ম্ম সনাতন,
ধর্ম্ম নাশে হয় কুল অধর্ম্মেতে নিমগন।৩৯

অধর্ম্মেতে করে দুষ্ট কুলনারী অতঃপর,
দুষ্টা নারী হতে, কৃষ্ণ! জনমে বর্ণসঙ্কর।৪০

করে কুলঘাতীদের কুল সহ পিতৃলোক
সঙ্কর নরকগামী, লুপ্ত করি পিণ্ডোদক।৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন ।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩।

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ৪৪ ।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ৪৫ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

করে কুলঘাতীদের, এ বর্ণ-সঙ্কর পাপ,
সনাতন কুলধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম অপলাপ। ৪২

শুনিয়াছি জনার্দ্দন! কুলধর্ম্ম হ'লে নাশ,
মনুষ্যের ঘটে তাহে নিয়ত নরকবাস। ৪৩

অহো! কি যে মহাপাপ করিতে হয়েছি রত,
রাজ্য-সুখ লোভে, হায়! স্বজন করিয়া হত। ৪৪

প্রতিকার-পরাঙ্মুখ, অশস্ত্র, আমাকে রণে
সশস্ত্র কৌরবে বধে, মঙ্গল ভাবিব মনে। ৪৫

সঞ্জয় কহিলেন—

এত কহি রণস্থলে রহিলেন রথাসনে,
তেয়াগিয়া ধনুর্ব্বাণ, পার্থ শোকোদ্বিগ্ন মনে। ৪৬

ইতি সৈন্যদর্শন নামক প্রথম অধ্যায়।

———o———

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন।

কৃপাবিষ্ট এইরূপে, বাষ্পাকুল দুনয়ন,
বিষাদিত ধনঞ্জয়ে কহিলা মধুসূদন—১

ভগবান কহিলেন।

বিষম সঙ্কটে তব কেন হ'ল, বীরবর!
আর্য্যের অযোগ্য মোহ, অস্বর্গ্য, অকীর্ত্তিকর? ২

ভ'জো না ক্লীবত্ব, নহে তব যোগ্য কদাচন,
হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ক্ষুদ্র ত্যজি উঠ, অরিন্দম! ৩

অর্জ্জুন কহিলেন।

পূজ্য ভীষ্ম দ্রোণ সহ, কেমনে হে জনার্দ্দন!
শরবর্ষি প্রতিযুদ্ধ, করিব অরিসূদন! ৪

না বধিয়া গুরু, মহান্ আশয়,
ভিক্ষান্ন ভোজন মঙ্গল আমার;
অর্থলুব্ধ মন গুরু করি হত,
ভুঞ্জিব কি ভোগ, শোণিত আধার। ৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥ ৭ ॥

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

ধর্ম্মগ্রন্থে আছে? সৃষ্টিপ্রকরণ বুঝিলাম। তবে ভূতগণের এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা ভিন্ন কি আর কিছু নাই?

"সে অব্যক্ত ভিন্ন আছে সনাতন ভাব আর,
সর্ব্বভূত হ'লে নাশ না হয় বিনাশ যার। ২০

"অব্যক্ত অক্ষর সেই—তাহাই গতি-প্রধান।" ২১

তাহাকে কিরূপে পাওয়া যায়?

"সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয় অনন্য ভক্তিতে লাভ,
সর্ব্বত্র অন্তঃস্থ যার, সবে যাঁর আবির্ভাব।" ২২

ভগবান কহিলেন—

"জানিলে এ পন্থা যোগী নহে মুগ্ধ কদাচিত।
অতএব সর্ব্ব কালে হও তুমি যোগান্বিত।" ২৭

তুমি যোগান্বিত হইয়া যুদ্ধ কর।

—o—

নবম অধ্যায়। রাজগুহ্য যোগ।

ভগবান এ অধ্যায়ে ঐশ্বরিক রাজগুহ্য যোগ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিগূঢ় তত্ত্বসকল ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"অব্যক্ত মূর্ত্তিতে মম জগত সর্ব্বব্যাপিত।
আমাতে সমস্ত ভূত, আমি নহি তাহে স্থিত।" ৪

সে আবার কিরূপ?

"যথা আকাশেতে নিত্য সর্ব্বগামী মহা বায়ু করে অবস্থান,
সেই রূপে সর্ব্বভূত, আমাতেই অবস্থিত, জানিও প্রমাণ।" ৬

কি সুন্দর ও বিশদ উপমা! সেই সর্ব্বভূতের স্রষ্টা কে?

"কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূত আমার প্রকৃতি পায়।
কল্পারম্ভে তাহাদেরে সৃজি আমি পুনরায়।" ৭

কি প্রকারে?

"প্রকৃতি অধ্যক্ষে মম সৃজে এই চরাচর।
এই হেতু জগতের বিপর্য্যয়, বীরবর!" ১০

কিন্তু ভগবানই জগতের সর্ব্বেসর্ব্বা, এবং লোকেরা একত্বে বা পৃথকত্বে তাঁহারই পূজা করিয়া থাকে। আর,

"যারা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পূজে অন্য দেবতায়,
তারাও অবিধিমতে, কৌন্তেয়! পূজে আমায়।" ২৩

ভক্তের অতি সামান্য উপহারও তিনি গ্রহণ করেন।

"ভক্তিতে যে জন দেয় পত্র, পুষ্প, ফল, জল,—
লই আমি, পবিত্রাত্মা ভক্তদত্ত সে সকল।" ২৬

আর পাপী দুরাচারও যদি তাঁহার ভজনা করে,—

"ধর্ম্মাত্মা হইয়া শীঘ্র পায় সে শান্তি পরম।
কৌন্তেয়! জানিও নাহি নষ্ট হয় ভক্ত মম।" ৩১

অতএব—

"মদ্‌ভক্ত, মদ্‌গত-চিত্ত, হও মম উপাসক, কর নমস্কার।
যুক্তাত্মা মৎপরায়ণ এরূপ হইলে, পাবে স্বরূপ আমার।" ৩৪

——০——

দশম অধ্যায়। অর্জ্জুন তখন জিজ্ঞসা করিলেন—
বিভূতিযোগ।

"কহ সে অশেষ দিব্য আপন বিভূতি চয়,
করিতেছ অবস্থিতি ব্যাপি যাহে লোকত্রয়। ১৬

হে যোগি! কি ভাবে চিন্তি পাব আমি তব জ্ঞান?
চিন্তিব তোমায় আমি কি কি ভাবে, ভগবান!" ১৭

ভগবান কহিলেন, তাঁহার বিভূতি বা গুণ অনন্ত। জগতের যে জাতীয় দ্রব্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই তাঁহার বিভূতি। যথা—

"আদিত্যেতে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মানে প্রভাকর,
মরুতে মরীচি আমি, তারাগণে শশধর।" ২১

* * * *

"বেগগামী মধ্যে বায়ু, শস্ত্রীগণে দাশরথী,
মৎস্যেতে মকর আমি, নদীগণে ভাগীরথী।" ৩১

* * * *

"বৃষ্ণিগণে বাসুদেব, পাণ্ডবে শ্বেতবাহন,
কবিগণে শুক্রাচার্য্য, মুনিগণে দ্বৈপায়ন।" ৩৭

মোটামুটি,

"যে কিছু ঐশ্বর্য্যান্বিত, শ্রীমৎ বা প্রভাযুত,
জানিবে সে সব মম তেজ-অংশ সমুদ্ভূত।" ৪২

সর্ব্বশেষ বলিলেন—

"কিম্বা এত, পার্থ! তব কিবা প্রয়োজন জানি?
একাংশে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রয়েছি আমি।" ৪২

—o—

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ দর্শন।

অর্জ্জুন সেই বিশ্বব্যাপী ঐশরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান তাঁহাকে "দিব্য চক্ষু" দিয়া বলিলেন—

"দেখ পার্থ! দেখ শত সহস্র রূপ আমার,
নানা বিধ, নানা বর্ণ, আমার দিব্য আকার। ৫

দেখ সূর্য্য, বসু, রুদ্র, মরুত, অশ্বিনীসুত,
অনেক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, ভারত! দেখ অদ্ভুত। ৬

এক স্থানে সমুদয় দেখ বিশ্ব চরাচর—
দেখ যাহা ইচ্ছা আর, মম দেহে, বীরবর!" ৭

শ্রীকৃষ্ণ পরমযোগী। যাঁহারা যোগশাস্ত্র বিশ্বাস করেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন আত্মা 'মহিমাসিদ্ধির' দ্বারা বিশ্ব ব্যাপিতে পারে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় দেখিবেন না। যাঁহারা যোগশাস্ত্র বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা এরূপ বুঝিলেই হইবে যে, ভগবান অর্জ্জুনকে উপরোক্ত মতে পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দেখাইলেন, অর্থাৎ বুঝাইয়া দিলেন, আমরা বিশ্বের দ্বারাই একমাত্র বিশ্বেশ্বরকে জানিতে পারি। ইহার

দ্বিতীয় উপায় নাই। অতএব বিশ্বই তাঁহার রূপ,—তিনি বিশ্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত "দিব্য চক্ষু" বা জ্ঞানের দ্বারা অর্জ্জুন সেই বিশ্বরূপ দেখিলেন। দেখিয়া ভীত স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার ধ্যান করিলেন। কি ঈশ্বর-মাহাত্ম্যে, কি কবিত্বে, এই ধ্যান অপূর্ব্ব। বিস্মিত, পুলকিত, রোমাঞ্চিত অর্জ্জুন প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন—

"বহু বাহূদর, বদন, নয়ন,
দেখিতেছি তব অনন্ত স্বরূপ ;
নাহি অন্ত, মধ্য, নাহি তব আদি,
দেখিতেছি, বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ।" ১৬

আবার—

"দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ, তুমি
ব্যাপিয়াছ একা দিক সমুদয় ;
দেখিয়া অদ্ভুত উগ্ররূপ তব,
হ'তেছে, মহাত্মা! ভীত লোকত্রয়।" ২০

বিশ্বের দ্বারা বিশ্বকর্ত্তাকে দেখিতে গেলে তাঁহার ধ্বংস কার্য্যই নশ্বর মানবের সর্ব্বাগ্রে নয়নগোচর হয়। তাই—

"করাল দশন বদনে তোমার
দেখি কালানল-সন্নিভ প্রকাশ।
নাহি জানি দিক, নাহি পাই শান্তি,
সুপ্রসন্ন হও, হে জগন্নিবাস!" ২৫

আবার,

> "যথা নদীদের বহু অম্বুবেগ
> সিন্ধু-অভিমুখে, প্রবেশে সাগরে ;
> তথা এই নরলোক বীরগণ
> পশিছে জ্বলন্ত বদন-নিকরে।" ২৮

এই সর্ব্ব-সংহারক মূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুনের বীর-হৃদয়ও সন্ত্রস্ত হইল। তিনি বারম্বার কাতর হইয়া বলিলেন—

> "অনন্ত, দেবেশ, হে জগন্নিবাস!" ৩৭

তিনি বার বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন—

> "তোমাকে সহস্র করি নমস্কার
> পুনঃ নমস্কার করি বহুবার। ৩৯
> সম্মুখে, পশ্চাতে, করি নমস্কার,
> সর্ব্বদিকে, সর্ব্ব! প্রণাম তোমায়।" ৪০

ভগবান প্রথমেই বুঝাইয়াছেন যে এই কালগ্রাস বা মৃত্যু প্রাণীমাত্রেরই অপরিহার্য্য অদৃষ্ট-লিপি। তখন অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলিলেন—

> "অতএব উঠ, লভ তুমি যশ,
> কর রাজ্য ভোগ জিনি শত্রুদল।
> পূর্ব্বেই করেছি হত আমি সব,
> সব্যসাচি! তুমি নিমিত্ত কেবল।" ৩৩

—o—

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তিযোগ।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবানকে যাহারা এরূপ সগুণ ভাবে উপাসনা করে, আর যাহারা অব্যক্ত নির্গুণ ভাবে উপাসনা করে, এই দুই প্রকার উপাসকের মধ্যে কাহারা উত্তম। ভগবান বলিলেন, সগুণ উপাসকই শ্রেষ্ঠ। যাহারা এরূপ ভাবে অব্যক্তের উপাসনা করে—

"সংযমি ইন্দ্রিয়গণ, সমবুদ্ধি সমুদায়,
সর্ব্বভূতহিতে রত,—তারাই আমাকে পায়।" ৪

কিন্তু নিরাকার উপাসনা বড় কঠিন।—

"অব্যক্তে আসক্তদের ক্লেশ সমধিকতর,
দুঃখেতে অব্যক্তগতি পায় দেহধারী নর।" ৫

সেই জন্য—

"আমাতে স্থাপিত স্থিরচিত্ত যদি নাহি হয়,
পাইতে অভ্যাস যোগে ইচ্ছা কর, ধনঞ্জয়!" ৯

অভ্যাসে অশক্ত যদি, হও মৎকর্ম্মপর;
করি কর্ম্ম মম তরে, পাবে সিদ্ধি বীরবর! ১০

তাতেও অশক্ত যদি, কর মম যোগাশ্রয়,
যতাত্মা হইয়া ত্যাগ কর কর্ম্ম ফলাশয়।" ১১

তাহার পর ভগবান কহিলেন, যে সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যাহার সুখ দুঃখাদিতে সমজ্ঞান, যে জিতেন্দ্রিয়, যে—

"শুচি, দক্ষ, উদাসীন, বিগত-ব্যথ, নিস্পৃহ,
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী মদ্ভক্ত, সে মম প্রিয়।" ১৬

—o—

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় কি? ভগবান্ কহিলেন, শরীর ক্ষেত্র, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। তাহার পর তিনি বুঝাইলেন, ভূতগণের সাধারণ প্রবৃত্তি যাহা তাহা ক্ষেত্রের বিকৃতি, এবং পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকলের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আর—

"তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যতা,—
ইহাকেই কহে জ্ঞান, অজ্ঞান যাহা অন্যথা।" ১২

জ্ঞেয় স্বয়ং ভগবান—

"অবিভক্ত, ভূতগণে বিভক্তরূপেতে স্থিত;
সৃষ্টি-স্থিতি-গ্রাসকারী সেই জ্ঞেয় অভিহিত।" ১৭

এই জ্ঞেয় পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই অনাদি, এবং গুণ ও বিকার মাত্রই প্রকৃতি-সম্ভূত।

"কার্য্য আর কারণের প্রকৃতিকে হেতু কহে,
সুখ দুঃখ ভোগে হেতু পুরুষ,—প্রকৃতি নহে। ২১

"হইয়া প্রকৃতিস্থিত, পুরুষ প্রকৃতিজাত ভুঞ্জে গুণগণ;
এই গুণ-সঙ্গ, পার্থ! অসৎসৎ যোনিতে জনম কারণ।" ২২

কিন্তু পুরুষ তাহাতে লিপ্ত হন না।

"নির্লিপ্ত সূক্ষ্মতা হেতু, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত আকাশ যেমন ;
সর্ব্ব দেহে অবস্থিত নির্ব্বিকার পরমাত্মা নির্লিপ্ত তেমন।" ৩৩

—o—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।
গুণত্রয় বিভাগযোগ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে গুণের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। ভগবান্ এই অধ্যায়ে গুণের প্রকৃতি বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছেন। গুণরাশি তিন ভাগে বিভক্ত—সত্ত্ব, রজঃ এবং তম।

"নির্ম্মলত্ব হেতু সত্ত্ব—প্রকাশক, অনাময়,—
সুখ সঙ্গে, জ্ঞান সঙ্গে, করে বদ্ধ, ধনঞ্জয়! ৬

তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভূত রাগাত্মক রজোগুণ,
দেহীকে কর্ম্মের সঙ্গে করে বদ্ধ, হে অর্জ্জুন! ৭

সর্ব্বজীব-মোহকারী জান অজ্ঞানজ তমঃ,
প্রমাদ ও নিদ্রালস্যে করে বদ্ধ, অরিন্দম!" ৮

তাহার পর এই তিন গুণে মানুষকে কি প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, ইহারা বর্দ্ধিত হইলে কিরূপ হয়, সে অবস্থায় মৃত্যু হইলে কি গতি হয়, এবং তাহার ফলাফল কিরূপ, ভগবান্ তাহা বিস্তারিতরূপে বুঝাইলেন।—

"সুকৃত কর্ম্মের পার্থ! সাত্ত্বিক ফল নির্ম্মল;
রজসের ফল দুঃখ, তমের অজ্ঞান ফল।" ১৬

কিন্তু এই ত্রিগুণ অতিক্রম না করিলে মুক্তি নাই।

"দেহ-সমুদ্ভূত এই গুণত্রয় অতিক্রমি আত্মা দেহ-ধারী,
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ-মুক্ত হ'য়ে, অমৃতের হয় অধিকারী।" ২০

এই তত্ত্ব-নিরাকরণ করিবার জন্যই ভগবান্ বুদ্ধদেব সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনের মূলমন্ত্র। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন ত্রিগুণাতীত বা ত্রিগুণ অতিক্রমকারীর লক্ষণ কি? ভগবান্ বুঝাইলেন, যে জিতেন্দ্রিয়, সমজ্ঞানী এবং নিষ্কাম—

"উদাসীন মত থাকে, নহে গুণে বিচলিত;
গুণ কার্য্যে রত জানি, রহে যে অচঞ্চলিত, ২৩'

সে ব্যক্তিই গুণাতীত। আর—

"অনন্তভক্তি-যোগেতে যে জন সেবে আমায়,
হ'য়ে সর্ব্বগুণাতীত সে ব্রহ্মত্ব ভাব পায়।" ২৬

—o—

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম যোগ।

সেই ত্রিগুণাত্মক সংসার কিরূপ, তাহা একটি "ঊর্দ্ধ-মূল-অব্যয়-অশ্বত্থ" বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করিয়া অতি সুন্দররূপ বুঝান হইয়াছে।

"অধে ঊর্দ্ধে তার শাখা প্রসারিত,
গুণেতে বর্দ্ধিত, বিষয়ে পত্রিত;
অধঃগামী তার বাসনার মূল,—
নরলোকে কর্ম্ম-বন্ধন জড়িত।" ২

বৈরাগ্য দৃঢ়াস্ত্রে ইহাকে ছেদন করিয়া পরমধাম অন্বেষণ করিতে হইবে। সে কিরূপ ?—

"চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তথা নাহি করে দীপ্তিদান,
যথা গেলে নাহি জন্ম, সে মম পরম ধাম।" ৬

মৃত্যু ও জন্ম সময়ে এই গুণভোগী ইন্দ্রিয়গণ কোথায় যায় ?

"দেহ প্রাপ্তি কালে, আর দেহ ত্যাগ কালে, আত্মা করেন গমন
লইয়া ইন্দ্রিয়গণ, পুষ্প হ'তে যথা গন্ধ লয় সমীরণ।" ৮

ত্রিগুণান্বিত ও ইন্দ্রিয়-সমন্বিত ভূতগণ ক্ষর এবং কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। তবে পরমেশ্বর কে ?

"ক্ষরের অতীত আমি, অক্ষর হ'তে উত্তম,
এই হেতু লোকে বেদে আখ্যাত পুরুষোত্তম।" ১৮

——o——

ষোড়শ অধ্যায়।
দৈবাসুর সম্পদ্‌বিভাগ যোগ।

ভগবান এই অধ্যায়ে বুঝাইতেছেন যে ত্রিগুণান্বিত এবং ইন্দ্রিয়-সমন্বিত লোক দুই প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা দৈব সম্পদে অভিজাত অর্থাৎ দৈবগুণবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা এই গীতোক্ত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল লাভ করে, আর যাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরায়ণ, তাহারা আসুরী সম্পদে অভিজাত।

"অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত, অনীশ্বর এ জগৎ, আসুরিক কহে,
কর্ম্মহেতু পরম্পরাহীন ইহা, আকস্মিক কিছু আর নহে।" ৮

এই আসুর জন্মাদের প্রবৃত্তি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাদের আধুনিক সমাজের একটি জীবন-চিত্র। বর্ণনাটি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু গায়ে লাগিবার কথা।

"আমরণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া অপরিমাণ,
কাম-উপভোগ ধ্রুব করে পরমার্থ জ্ঞান। ১১
শত আশাপাশে বদ্ধ, কাম-ক্রোধ-পরায়ণ,
কামার্থ সঞ্চিতে অর্থ অন্যায় করে যতন।" ১২

এইরূপে বুঝাইয়া ভগবান কহিলেন—

"দ্বেষ্টা, ক্রুর, মন্দকারী, সংসারে যে নরাধম,—
আসুর যোনিতে আমি অজস্র করি ক্ষেপণ।" ১৯

পরলোক বা পুনর্জন্ম বিশ্বাস না করিলেও দেখিতে পাই সচরাচর পুরুষানুক্রমে যোগীর সন্তান যোগী, পাপীর সন্তান পাপী এবং পুণ্যাত্মার সন্তান পুণ্যাত্মা হইয়া থাকে। আর্য্য-শাস্ত্রানুসারে পতি পত্নীর গর্ভে সন্তানরূপ জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য পত্নীর নাম জায়া।

"মোক্ষার্থ দৈবী-সম্পদ, আসুরী বন্ধন তরে।
কেন কর শোক তুমি দৈবীসম্পদ্ লাভ করে।" ৫

—o—

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ।

মানুষের দুই প্রকার প্রকৃতি বুঝাইয়া এখন ভগবান্ বুঝাইতেছেন, মানুষের শ্রদ্ধা তিন ভাগে বিভক্ত।—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। এ তিন শ্রদ্ধানুসারে লোকের পূজা, আহার, যজ্ঞ এবং তপ সকলই তিন প্রকার। তন্মধ্যে—

"সুখ্যাতি-মান-পূজার্থ দম্ভে অনুষ্ঠিত তপ,—
চঞ্চল অধ্রুব,—তাহা রাজসিক, পরন্তপ!" ১৮

তেমনি দানও তিন প্রকার—

"কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে মাত্র অনুপকারিকে দান,
যথা দেশে, কালে, পাত্রে—সাত্ত্বিক তাহার নাম।"২০

আর—

"প্রতি-উপকার তরে, কিম্বা ফল-কামনায়,
ক্লিষ্টভাবে দানে যাহা,—রাজস কহে তাহায়।" ২১

সর্ব্বশেষ—

"অদেশে, অকালে, যাহা অপাত্রেতে হয় দান,
অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা কৃত,—তামস তাহার নাম।" ২২

——o——

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষ যোগ।

ভগবান্ কহিলেন, উপরোক্ত যজ্ঞ, দান, তপ, কর্ম্মাদির দ্বারা মনীষিরা পবিত্রিত হইয়া থাকেন, অতএব তাহা কদাচিৎ ত্যাগ করিবে না। তবে—

"ত্যজিয়া আসক্তি, ফল ঐ কর্ম্ম কর্ত্তব্য সব।
নিশ্চিত উত্তম মত এই মম, হে পাণ্ডব!" ৬

কেন?—

"কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল,—অনিষ্ট, ইষ্ট, মিশ্রিত,—
ঘটে অত্যাগীর পরে, ত্যাগীর নহে কচিৎ।" ১২

কর্ম্মের হেতু পাঁচটি—দেহ, কর্ত্তা, ইন্দ্রিয়গণ, চেষ্টা, এবং দৈব। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক তিন—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা। কর্ম্মের

আশ্রয়ও তিন—করণ, কর্ম্ম, ও কর্ত্তা। জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি, এবং সুখ গুণভেদে ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

"নাহি পৃথিবীতে, স্বর্গে, দেবগণে, কদাচন
প্রকৃতিজ এই তিন গুণ-মুক্ত যেই জন। ৪০

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদের বীরর্ষভ!
স্বভাব-সম্ভূত গুণে প্রবিভক্ত কর্ম্ম সব।" ৪১

এই স্বাভাবিক কর্ম্ম করিলে কদাচ পাপ হয় না। এমন কি—

"সদোষ হ'লেও নাহি কদাচ সহজ কর্ম্ম
করিবে বর্জ্জিত।
"ধূমাবৃত অগ্নি মত, সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভ থাকে
দোষে আবরিত।" ৪৮

ভগবান্ কহিলেন—

" 'করিব না যুদ্ধ'—ইহা ভাবিছ যে অহঙ্কার
করিয়া সহায়,
"মিথ্যা সে সঙ্কল্প তব, প্রকৃতিই নিয়োজিত
করিবে তোমায়।" ৫৯

* * * * *

"সর্ব্বভূত হৃদয়েতে বিরাজিত, হে অর্জ্জুন!
আছেন ঈশ্বর;
"যন্ত্রারূঢ় সর্ব্ব ভূত মায়া বলে ভ্রাম্যমান
করি নিরন্তর।" ৬১

অতএব—

"তেয়াগিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম, লও তুমি এক মাত্র
শরণ আমার।

"করিও না শোক, পার্থ! সর্ব্ব পাপ হ'তে আমি
করিব উদ্ধার।" ৬৬

গীতা শেষ হইল। "লও তুমি একমাত্র শরণ আমার" এইটি গীতার মূল মন্ত্র, চরম শিক্ষা। বুঝিলাম, ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার প্রকৃতির বা শক্তির ব্যক্ত ভাবই পরিদৃশ্যমান জগৎ। তাঁহার প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট, তাঁহার প্রকৃতির দ্বারা জগৎ বর্দ্ধিত ও পালিত এবং তাঁহার প্রকৃতিতেই জগৎ বিলীন হইয়া যায়। তিনি সর্ব্বভূতস্থ আত্মা। অতএব আত্মা অমর; মৃত্যু দেহের অবস্থান্তর মাত্র। এই প্রকৃতি-অনুযায়ী কর্ম্মের নাম স্বধর্ম্ম। অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া এবং ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া, **নিষ্কাম** ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিলেই চরম মনুষ্যত্ব বা পরম সুখ লাভ হয়। ভগবান সর্ব্বভূতস্থ; অতএব সর্ব্বভূতকে আত্মসম জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বভূতহিতার্থ কর্ম্ম করিলেই, কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হয়।

এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম গীতা শেষ করিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"একাগ্র চিত্তে কি পার্থ! করিলে ইহা শ্রবণ?
অজ্ঞানজ মোহ তব হইল কি বিমোচন? ৭২"

ভারতমাতার কি এমন দিন হইবে যে আর্য্যসন্তানেরা এই ভগবদ্গীতা পাঠে স্বধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের মত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বলিবে—

"নষ্ট মোহ, স্মৃতিলাভ, হয়েছে প্রসাদে তব,—
গত ভ্রান্তি মম ; আজ্ঞা পালিব তব, কেশব !" ৭৩

যিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক এই গীতা পাঠ করিবেন, তাঁহাকে সঞ্জয়ের মত বলিতে হইবে—

"কৃষ্ণার্জ্জুন এ সংবাদ, অদ্ভুত ও পুণ্যাধার,
স্মরিয়া, স্মরিয়া হৃষ্ট হইতেছি বারংবার। ৭৬

হরির অদ্ভুত রূপ স্মরিয়া স্মরিয়া আর
হতেছে বিস্ময় মহা, হৃষ্ট চিত্ত বারংবার।" ৭৭

সঞ্জয় যে ভবিষ্যদ্বাণী অন্ধরাজকে বলিয়া গীতা আবৃত্তি শেষ করিয়াছিলেন, অন্ধ "ভারত-হিতৈষীগণকে" তাহা উপহার দিয়া এই সমালোচনা শেষ করিব—

"যথা যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যথা পার্থ ধনুর্দ্ধর,
তথা শ্রী, বিজয়োন্নতি, নীতি ধ্রুব, নৃপবর !"

ভারতের হৃদয়ে কৃষ্ণ, বাহুতে পার্থ অধিষ্ঠিত না হইলে, ভারতের শ্রী, বিজয়োন্নতি, ও ধ্রুব নীতির আশা নাই।

—০—

নাহি জানি দেব কি যে শ্রেষ্ঠতর—
জয় পরাজয়, দেবকী-কুমার!
যাদেরে বধিয়া না চাহি বাঁচিতে,
সেই কৌরবেরা সম্মুখে আমার। ৬

কাতরতা দোষে আচ্ছন্ন স্বভাব,
জিজ্ঞাসি তোমায় ধর্ম্ম-মূঢ় মন,
নিশ্চিত যা শ্রেয়ঃ কহ, শিষ্য আমি,
শিখাও আমায়, লইনু শরণ। ৭

ইন্দ্রিয়-শোষক শোক বিমোচন
কি করিবে আছে না দেখি এমন,
ধরায় সমৃদ্ধ রাজ্য নিষ্কণ্টক,
সুররাজ্য, নাহি পারিবে কখন। ৮

সঞ্জয় কহিলেন।

পরন্তপ ধনঞ্জয় কহি ইহা পদ্মনাভে—
"করিব না যুদ্ধ আমি," রহিলেন মৌনভাবে। ৯

তখন সহাস্যে কৃষ্ণ কহিলেন, কুরুপতি!
উভয় সেনার মধ্যে অর্জ্জুনে বিষণ্ণমতি। ১০

ভগবান্ কহিলেন।

কথা কহ জ্ঞানী মত, অশোকেতে কিন্তু তবু হও শোকান্বিত?
মৃত কি জীবিত তরে, নাহিক অনুশোচনা করেন পণ্ডিত। ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥১২॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥

জন্মি নাই আমি, তুমি, কিম্বা নরপতিগণ,
কিম্বা জন্মিব না পরে,—অর্জ্জুন ? নহে এমন। ১২

দেহীর এ দেহে যথা, কৌমার, যৌবন, জরা, হয় সংঘটন,
দেহান্তপ্রাপ্তি তথা ; তাহাতে বিমুগ্ধ নাহি হয় ধীরজন। ১৩

ইন্দ্রিয়-সংযোগে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ যত ;
অনিত্য, আইসে যায় ; সহ তাহা হে ভারত ! ১৪

যে জন ব্যথিত নহে তাহাতে, পুরুষবর !
দুঃখে সুখে সমজ্ঞান, অমর সে ধীর নর। ১৫

না জন্মে অসৎ, সৎ নাহি হয় তিরোধান ;
তত্ত্বদর্শী উভয়েরি দেখেছে এ পরিণাম। ১৬

জেন তুমি অবিনাশী যেই আত্মা সর্ব্বময় ;
নাশিতে অব্যয় আত্মা, কেহই সমর্থ নয়। ১৭

অজর অমেয় নিত্য শরীরীর দেহ যত ;
অন্তশীল—অতএব যুদ্ধ কর, হে ভারত ! ১৮

যে ইহাকে ভাবে হন্তা, যে ইহাকে ভাবে হত,—
উভয় অজ্ঞানী, আত্মা না হন্তা, হত, ভারত ! ১৯

নাহি জন্মে, নাহি মরে, পুনঃ পুনঃ সমুৎপন্ন কভু নাহি হয় ;
অজ, নিত্য, পুরাতন, চিরস্থায়ী, দেহ-নাশে, বিনষ্ট সে নয় ! ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলিয়া আত্মা জানে যেই জন,
কেমনে সে নর, পার্থ, করিবে বা করাইবে কাহারে নিধন ? ২১

যথা জীর্ণবাস করি পরিহার,
করে নর নব বসন গ্রহণ ;
তথা পরিহরি দেহী জীর্ণ দেহ,
করে অন্য নব শরীর ধারণ। ২২

না পারে ছেদিতে অস্ত্র, দহিবারে হুতাশন,
সলিল করিতে আর্দ্র, শুকাইতে প্রভঞ্জন। ২৩

অচ্ছেদ্য, অদাহ্য আত্মা, নাহি ক্লেদ, বিশোষণ,
নিত্য সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, ও সনাতন। ২৪

অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, পরমাত্মা নির্ব্বিকার,—
জানিয়া, তাহার তরে করিওনা শোক আর।২৫

যদি মনে কর আত্মা নিত্য জাত, নিত্য মৃত ;
তথাপিও, মহাবাহু ! শোক তব অনুচিত। ২৬

জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু, মরিলে জন্ম নিশ্চিত
অপরিহার্য্যের তরে শোক করা অনুচিত। ২৭

আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত মাত্র ভূতগণ,
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ ; তার তরে কি বেদন ? ২৮

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩১॥

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬॥

আশ্চর্য্য স্বরূপ দেখে আত্মা কেহ,
আশ্চর্য্য স্বরূপ কহে অন্যজন,
আশ্চর্য্য স্বরূপ শুনে অন্য কেহ,
শুনিয়াও কেহ না জানে কখন। ২৯

দেহী নিত্য, অবিনাশী, সর্ব্ব দেহে অবস্থিত;
অতএব সর্ব্বভূতে শোক তব অনুচিত। ৩০

স্বধর্ম্মেরো পানে চাহি ভীতি কর পরিহার,
ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর। ৩১

যথা-ইচ্ছা উপস্থিত উদঘাটিত-স্বর্গদ্বার;
সুখী সে ক্ষত্রিয় পার্থ! হেন যুদ্ধলাভ যার। ৩২

আর যদি তুমি নাহি কর এই ধর্ম্ম-রণ,
হারায়ে স্বধর্ম্ম, কীর্ত্তি, পাপে হবে নিমগন। ৩৩

অক্ষয় অকীর্ত্তি তব ঘোষিবেক সর্ব্বদিক,
সুকীর্ত্তি জনের পার্থ! অকীর্ত্তি মরণাধিক। ৩৪

ভয়ে রণ-পরাঙ্মুখ, তোমায় ভাবিবে মনে মহারথী সব;
মান্য যাহাদের কাছে, তাহাদের কাছে তুমি হইবে লাঘব। ৩৫

কহিবে অকথ্য কথা কত মত শত্রু সবে;
নিন্দিবে সামর্থ্য, আছে দুঃখতর কিবা ভবে? ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

হত হলে পাবে স্বর্গ; পৃথিবী, হইলে জয়;
উঠ তবে, হে কৌন্তেয়! যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয়। ৩৭

সুখ দুঃখ সম করি, লাভালাভ, জয়াজয়,
কর যুদ্ধ, ইথে পাপ হইবে না ধনঞ্জয়। ৩৮

কহিলাম সাংখ্য, যোগে এই বুদ্ধি শুন আর
বুদ্ধিযোগযুক্ত জন কর্ম্মবন্ধ হয় পার। ৩৯

নাহিক প্রযত্ন নাশ, বিঘ্ন কিছু নাহি হয়;
স্বল্প মাত্র এই ধর্ম্মে, ত্রাণ করে মহাভয়। ৪০

ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি একই, কুরুনন্দন!
অনন্ত বহুধাবুদ্ধি ধরে অবিশ্বাসিগণ। ৪১

বেদের পুষ্পিত বাক্য প্রশংসে অজ্ঞানিগণ,
'নাহি অন্য পথ' কহে কামী স্বর্গপরায়ণ,—৪২

বহু ক্রিয়া সমাকুল, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যগতি,
জন্ম কর্ম্ম ফল যার, হেন বেদবাদে রতি। ৪৩

ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সক্ত, তাহে অপহৃত মন,
ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি নাহি পায় কদাচন। ৪৪

সকাম সকল বেদ, অর্জ্জুন হও নিষ্কাম
যোগী নিত্য সত্ত্বস্থিত, দ্বন্দ্বহীন, আত্মবান। ৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

যেবা প্রয়োজন কূপে, জলময় সর্ব্বস্থান,
সেই মত সর্ব্ববেদে লব্ধ যবে ব্রহ্মজ্ঞান। ৪৬

কর্ম্মে তব অধিকার, ফলে নহে কদাচিত।
তেয়াগিবে কর্ম্মফল, কর্ম্ম ত্যাগ অনুচিত। ৪৭

যোগস্থ, অসক্তভাবে, কর কর্ম্ম, ধনঞ্জয়!
সিদ্ধ্যসিদ্ধি সমভাব,—সে সমত্ব যোগ কয়। ৪৮

বুদ্ধি যোগ হ'তে কর্ম্ম বহু দূরে ধনঞ্জয়!
কর বুদ্ধি যোগাশ্রয়, ফলকাঙ্ক্ষী নীচাশয়। ৪৯

বুদ্ধিযুক্ত জন ত্যজে সুকৃত দুষ্কৃত ফল;
যোগতরে কর যত্ন, যোগ কর্ম্মে সুকৌশল। ৫০

বুদ্ধিযুক্ত মনীষীরা তেয়াগিয়া কর্ম্মফল,
লভে জন্মবন্ধমুক্তি, অনাময় পদতল। ৫১

মোহের গহন তুমি বুদ্ধি যোগে অতিক্রম করিবে যখন,
হইবে উদয় তব শ্রোতব্য, শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য তখন। ৫২

শ্রুতি দ্বারা বিক্ষেপিত না হইয়া বুদ্ধি তব থাকিবে নিশ্চল,—
অচল সমাধিগত,—তখন তোমার যোগ হইবে সফল। ৫৩

অর্জ্জুন কহিলেন।

সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ কারে কহে জনার্দ্দন?
কি ভাষা স্থিরবুদ্ধির, গমন, উপবেশন? ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে ।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥

ভগবান কহিলেন।

মনের কামনা সর্ব্ব করি, পার্থ! পরিহার,
আত্মাতেই তুষ্ট আত্মা,—স্থিতপ্রজ্ঞ নাম তার। ৫৫

দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখেতে নিস্পৃহ যেই,
নাহি রাগ, ভয়, ক্রোধ,—স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি সেই। ৫৬

যে সর্ব্বত্র বীতস্নেহ ; শুভাশুভে কদাচিত
না করে আনন্দ, দ্বেষ ;—তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৫৭

কূর্ম্মের অঙ্গের মত, অর্থ হ'তে সঙ্কুচিত,
যে করে ইন্দ্রিয়গণ—প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত। ৫৮

বিষয়ে নিবৃত্ত মাত্র হয় নিরাহারী গণ,
বিষয়ের রস সেও ত্যজে ব্রহ্মদর্শী জন। ৫৯

পুরুষ হলেও পার্থ! জ্ঞানী মোক্ষপরায়ণ,
প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ বলে হরি লয় মন। ৬০

সংযত-ইন্দ্রিয় হও, মৎপর ও যোগস্থিত ;
ইন্দ্রিয় বশেতে যার, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৬১

চিন্তিলে বিষয় নর, উপজে আসক্তি বোধ ;
কামনা আসক্তি হ'তে, কামনা হইতে ক্রোধ। ৬২

ক্রোধ হ'তে জন্মে মোহ, মোহে হয় স্মৃতিভ্রম,
স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশে বিনাশন। ৬৩

আত্মবশ ইন্দ্রিয়েতে—রাগদ্বেষ বিরহিত—
ভুঞ্জিয়া বিষয়, শান্তি লভে বশীভূত চিত। ৬৪

আত্ম প্রসাদেতে হয় সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিত;
প্রসন্নচেতার হয় আশু বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত। ৬৫

নাহি বুদ্ধি, আত্মচিন্তা, ইন্দ্রিয় অজিত যার,
কোথা শান্তি বিনা চিন্তা, শান্তি বিনা সুখ আর? ৬৬

মন যার স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়েতে হয় রত,
লুপ্ত হয় প্রজ্ঞা, ঝড়ে সমুদ্রে তরণী মত। ৬৭

অতএব মহাবাহো! সর্ব্বরূপে নিগৃহীত
হয়েছে ইন্দ্রিয় যার, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৬৮

সকলের নিশা যাহা, সংযমী তাহে জাগ্রত,
যাহাতে জাগ্রত সব, মুনি দেখে নিশা মত। ৬৯

আকুল পূরিত, স্থির, অচঞ্চল
সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন;
তেমতি কামনা প্রবেশে যাহাতে,
সেই পায় শান্তি, নহে কামী জন। ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্য
যোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ত্যজিয়া কামনা সর্ব্ব বিহরে যে স্পৃহাহীন,
নির্ম্মম, নিরহঙ্কার—পায় শান্তি চিরদিন। ৭১

পার্থ! ব্রাহ্মী স্থিতি এই, নহে যাহে মুগ্ধজ্ঞান,
তাহাতে মরিলে হয় ব্রহ্মপদে নিরব্বাণ। ৭২

ইতি সাঙ্খ্যযোগ নামক
[illegible]তীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥১॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন।

কর্ম্ম হ'তে বুদ্ধি-যোগ শ্রেষ্ঠ যদি, জনার্দ্দন!
আমাকে এ ঘোর কর্ম্মে কর কেন নিয়োজন? ১

বিমিশ্র বাক্যেতে মম হইতেছে বুদ্ধিভ্রম,
নিশ্চিত করিয়া কহ যাহে শ্রেয় হয় মম। ২

ভগবান কহিলেন।

লোকের দ্বিবিধ নিষ্ঠা বলেছি পূর্ব্বে, অনঘ!
জ্ঞানযোগ সাঙ্খ্যদের, যোগীদের কর্ম্মযোগ। ৩

নাহি আরম্ভিলে কর্ম্ম না পায় নৈষ্কর্ম্ম্য নর,
কেবল সন্ন্যাসে সিদ্ধি নাহি হয়, বীরবর! ৪

অকর্ম্মা থাকিতে কেহ নাহি পারে কদাচিত,
প্রাকৃত গুণেতে সবে হয় কর্ম্মে নিয়োজিত। ৫

সম্বরিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় বিষয় ধ্যান
করে মনে যে বিমূঢ়, মিথ্যাচার তার নাম। ৬

ইন্দ্রিয় সম্বরি মনে, কর্‌ে পার্থ! অনুষ্ঠান
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে কর্ম্মযোগ, সে জন শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম। ৭

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

কর্ম, অকর্মের শ্রেষ্ঠ; কর কর্ম নিয়মিত,
না হয় দেহ যাত্রাও অকর্মেতে নির্ব্বাহিত।৮

যজ্ঞার্থ করিবে কর্ম, অন্য কর্ম মানুষের বন্ধন কারণ,
অতএব, হে কৌন্তেয়! অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম কর আচরণ।৯

যজ্ঞ সহ সৃজি প্রজা বলেছিলা প্রজাপতি—
"হউক ইহাতে তব প্রজাবৃদ্ধি, ক্রমোন্নতি।১০

"ইহাতে দেবের বৃদ্ধি, দেবগণে বৃদ্ধি তব;
"বৃদ্ধি করি পরস্পরে পরম কল্যাণ লভ।১১

"যজ্ঞেতে বর্দ্ধিত দেব তোমাদের ইষ্টভোগ করিবে অর্পণ।
"চোর সে, তাঁদের দ্রব্য না দিয়া তাঁদেরে, ভোগ করে যেই জন।১২

যজ্ঞশিষ্ট ভোগী হয় সর্ব্ব পাপে বিমোচন,
যে রাঁধে আপনা তরে সে করে পাপ ভক্ষণ।১৩

অন্ন হ'তে ভূতগ্রাম, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন,
পর্জ্জন্যের যজ্ঞ হ'তে, কর্ম হ'তে, যজ্ঞোৎপন্ন।১৪

ব্রহ্ম হ'তে কর্ম, ব্রহ্ম অক্ষরেতে উপজিত;
তাই সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।১৫

হেন প্রবর্ত্তিত চক্র যে না করে অনুসার,
সে পাপী ইন্দ্রিয়ারাম, বৃথায় জীবন তার।১৬

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।১৭।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।১৯

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।২০

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ২১

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।২২

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥২৪

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥২৫॥

কিন্তু আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্তি যার,
আত্মাতে সন্তুষ্ট সদা, তার কার্য্য নাহি আর।১৭

কৃত কি অকৃত কার্য্য নাহি তার কদাচন ;
সর্ব্বভূতে নাহি তার কোনো অর্থ প্রয়োজন। ১৮

অনাসক্ত কর্ম্ম তুমি কর সদা আচরণ,
অনাসক্ত কর্ম্মাচারী পুরুষ লভে পরম। ১৯

কর্ম্মেতে লভিলা সিদ্ধি জনকাদি মহোদয়,
লোকের সংগ্রহ তরে কর কর্ম্ম, ধনঞ্জয়। ২০

যাহা আচরয় শ্রেষ্ঠ, করে তা ইতর জন ;
শ্রেষ্ঠ যাহা মানে, লোক করে তা অনুসরণ। ২১

আমার কর্ত্তব্য, পার্থ! ত্রিলোকে নাহি কিঞ্চিৎ,—
অপ্রাপ্ত, প্রাপ্তব্য নাহি ; তবু আমি কর্ম্মান্বিত। ২২

নিরলস সদা যদি কর্ম্ম নাহি করি আমি,
পার্থ! সর্ব্বরূপে নর হবে মম অনুগামী। ২৩

আমি কর্ম্ম না করিলে হবে সব উৎসাদিত,
সঙ্করত্বে, মলিনত্বে, হবে প্রজা কলঙ্কিত। ২৪

সকাম অজ্ঞানী কর্ম্ম করে যথা, হে ভারত!
লোকের সংগ্রহতরে নিষ্কাম জ্ঞানী তেমত। ২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥২৬॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্‌ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্‌।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪॥

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর না জন্মায়ে বুদ্ধিভ্রম,
নিয়োজিবে সর্ব্ব কর্ম্মে, কর্ম্ম করি জ্ঞানীগণ। ২৬

হয় প্রাকৃতিক গুণে সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন ;
"আমি কর্ত্তা"—ভাবে মনে অহঙ্কারী মূঢ়জন। ২৭

মহাবাহো! গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের তত্ত্বজ্ঞানী,
হয় না আসক্ত, গুণে গুণ বর্ত্তমান জানি। ২৮

প্রকৃতির গুণ মূঢ় গুণকর্ম্মে হয় রত ;
হেন মন্দবুদ্ধিগণে চালিবে না জ্ঞানী যত। ২৯

আমাতে সকল কর্ম্ম আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলে করি সমর্পণ,
নিষ্কাম, মমতা-হীন, হয়ে নির্ব্বিকারচিত্ত কর তুমি রণ। ৩০

যারা মম এই মত করে নিত্য অনুষ্ঠান,—
শ্রদ্ধাবান্, অনসূয়—পায় কর্ম্ম হ'তে ত্রাণ। ৩১

অসূয়াতে মম মত না করে পালন যারা,
জেনো তুমি নষ্টমতি সর্ব্বজ্ঞানমূঢ় তারা। ৩২

জ্ঞানীরাও করে স্ব স্ব প্রকৃতির অনুসার,
প্রাণীরা প্রকৃতিগামী, নিগ্রহ কি করে আর? ৩৩

ইন্দ্রিয়ার্থে ইন্দ্রিয়ের আছে দ্বেষ, অনুরাগ ;
এ পথের প্রতিকূল উভয়, করিবে ত্যাগ। ৩৪

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২॥

সগুণ সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে শ্রেয় স্বধর্ম্ম বিগুণ।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ তথাপি, অর্জ্জুন! ৩৫

অর্জ্জুন কহিলেন।

কে করে পুরুষে বল এই পাপে প্রবর্ত্তিত
অনিচ্ছায়, বাসুদেব! বলে করি নিয়োজিত? ৩৬

ভগবান কহিলেন।

এই কাম, এই ক্রোধ, রজোগুণ সমুদ্গত,—
মহাভোজী, মহাপাপী,—জানিবে শত্রুর মত। ৩৭

ধূমেতে আবৃত বহ্নি, মুকুর মলেতে যথা,
জরায়ুতে গর্ভ, জ্ঞান ইহাতে আবৃত তথা। ৩৮

আবৃত সতত জ্ঞান, জ্ঞানীদের শত্রু প্রায়,
কৌন্তেয়! দুষ্পূরণীয়, অগ্নিতুল্য, কামনায়। ৩৯

ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন, ইহারই অধিষ্ঠান;
ইহাতে মোহিত করে দেহীকে, আবরি জ্ঞান। ৪০

এ হেতু ইন্দ্রিয় আগে করি পার্থ নিয়মিত,
বিজ্ঞান-জ্ঞান-নাশক কর এ পাপ ধ্বংসিত। ৪১

ইন্দ্রিয়কে শ্রেষ্ঠ বলে, তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ মন,
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তা হ'তে পরমাত্মন। ৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

এরূপ জানিয়া, আত্মা আত্মাতে নিশ্চল করি,
মহাবাহো! দুরাসদ নাশ কামরূপ অরি। ৪৩

ইতি কর্ম্মযোগ নামক
তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥

চতুর্থ অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন।

এ অব্যয় যোগ আমি বলেছিনু বিবস্বানে।
বিবস্বান মনুকে কহে, মনু ইক্ষ্বাকুর স্থানে। ১

এরূপে পরম্পরায় জানিলা রাজর্ষিগণ
কালে এই মহাযোগ নষ্ট হলো অরিন্দম। ২.

কহিনু তোমায় আজি সেই যোগ পুরাতন,—
উত্তম রহস্য এই, তুমি ভক্ত সখা মম। ৩

অর্জ্জুন কহিলেন।

বিবস্বান্ জন্মিলা পূর্ব্বে, পরে জন্ম হলো তব।
তুমি বলেছিলে আগে, জানিব কিসে, কেশব! ৪

ভগবান কহিলেন।

তোমার আমার জন্ম হয়েছে বহু অতীত।
আমি তাহা জানি সব, নহে তা তব বিদিত। ৫

যদিও অজন্মা আমি, অব্যয়াত্মা, ভূতেশ্বর;
আপন মায়ায় জন্মি আপন প্রকৃতি-পর। ৬

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫

যখন যখন ঘটে ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি। ৭

সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে জনম গ্রহণ। ৮

এই দিব্য জন্ম, কর্ম্ম যে জন জানে আমার,
আমাকে সে পায়, পার্থ! পুনর্জন্ম নাহি তার। ৯

রাগ-ভয় ক্রোধশূন্য, মন্ময় মম-আশ্রিত,
জ্ঞানতপে পূত বহু মম ভাবে হয় স্থিত। ১০

যে যথা আমাকে চাহে, তাকে তথা ভজি আমি,
পার্থ! সর্ব্বরূপে নর মম পথ অনুগামী। ১১

পূজে দেবগণে পার্থ! ফলসিদ্ধিকাঙ্খী নর,
নরলোকে কর্ম্মফল হয় সিদ্ধি শীঘ্রতর। ১২

গুণ কর্ম্ম বিভাগেতে সৃজি চতুর্ব্বর্ণচয়,
হলেও তাদের কর্ত্তা, অকর্ত্তা আমি অব্যয়। ১৩

কর্ম্মে নাই হই লিপ্ত, নাহি চাহি কর্ম্মফল;—
যে আমাকে জানে হেন, মুক্ত সে কর্ম্মশৃঙ্খল। ১৪

পূর্ব্বে মুমুক্ষুরা কর্ম্ম করিলা জানি এমত।
অতএব কর কর্ম্ম তুমি প্রাচীনের মত।১৫

কিবা কর্ম্ম কি অকর্ম্ম, পণ্ডিত (ও) তাহে মোহিত।
কহি তোমা কর্ম্ম যাহে অশুভ হবে মোচিত। ১৬

কর্ম্মও জ্ঞাতব্য, আর জ্ঞাতব্য কর্ম্মবিরতি,
জ্ঞাতব্য কুকর্ম্ম কিবা,—দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মের গতি। ১৭

কর্ম্মে যে অকর্ম্ম দেখে, অকর্ম্মে যে কর্ম্মভোগী,
মনুষ্যে সে বুদ্ধিমান, সর্ব্বকর্ম্মকারী যোগী। ১৮

যার সর্ব্বকর্ম্মারম্ভ কাম-সংকল্প-বর্জ্জিত,—
জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কর্ম্ম,—জ্ঞানী কহে সে 'পণ্ডিত'। ১৯

ত্যজি কর্ম্মফলাসক্তি নিত্যতৃপ্ত, নিরাশ্রিত,—
কর্ম্মে রত হইলেও, নাহি করে সে কিঞ্চিৎ। ২০

নিরাশী, সংযত-চিত্ত, সর্ব্ব-পরিগ্রহ-হীন,
শরীরার্থ করি কর্ম্ম নাহি হয় পাপে লীন। ২১

যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট, বিমৎসর, দ্বন্দ্বাতীত,
সিদ্ধ্যসিদ্ধি সমজ্ঞানী, কর্ম্মে নহে নিয়োজিত। ২২

জ্ঞানে স্থিরতরচিত্ত, নিষ্কাম বন্ধন-হীন,
যজ্ঞার্থ আচরি কর্ম্ম, সমগ্র করে বিলীন। ২৩

ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্নিতে, ব্রহ্মহোতো, ব্রহ্মার্পণ;—
ব্রহ্মকর্ম্ম করি ধ্যান ব্রহ্মেতে করে গমন। ২৪

করে কোন কোন যোগী দেব-যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
কেহ কেহ যজ্ঞাহুতি করে ব্রহ্মাগ্নিতে দান। ২৫

শ্রুতি ইন্দ্রিয়াদি অন্যে সমর্পে সংযমানলে,
শব্দাদি বিষয় অন্যে ইন্দ্রিয়-অনলে বলে। ২৬

অপরে ইন্দ্রিয় কর্ম্ম প্রাণকর্ম্ম সমুদায়,
সমর্পে জ্ঞান-প্রদীপ্ত সংযম যোগ শিখায়। ২৭

দ্রব্য যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ সেই মত
করে অন্যে, জ্ঞান-যজ্ঞ করে যতি দৃঢ়ব্রত। ২৮

অপরে অপানে প্রাণ, অর্পিয়া প্রাণে অপান,
প্রাণ অপানের গতি রোধি, করে প্রাণায়াম।
অন্য স্বল্পাহারী করে প্রাণে পঞ্চপ্রাণ দান। ২৯

যজ্ঞ দ্বারা পাপক্ষয় করি যজ্ঞবিদ্‌গণ,
করি যজ্ঞশিষ্ট ভোগ, লভে ব্রহ্ম সনাতন। ৩০

ইহলোক (ও) নাহি পায় অযাজ্ঞিক, কুরুসত্তম। ৩১

এইরূপ নানা যজ্ঞ প্রকাশিত ব্রহ্মমুখে;
কর্ম্মজ জানিয়া সবে, মোক্ষ লাভ কর সুখে। ৩২

দ্রব্যময় যজ্ঞ হ'তে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়াম্বিত;
সর্ব্ববিধ কর্ম্ম, পার্থ! জ্ঞানে হয় সমাপিত। ৩৩

প্রণিপাত প্রতিপ্রশ্ন, সেবা করি লভ জ্ঞান
তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ করিবেন জ্ঞান দান। ৩৪

যে জ্ঞান লভিলে পুন না হবে মোহ, পাণ্ডব!
আত্মাতে আমাতে পরে দেখিবে সংসার সব। ৩৫

সর্ব্বপাপী হ'তে যদি হও তুমি পাপাচার,
জ্ঞান তরণীতে হবে সর্ব্ব-পাপার্ণব পার। ৩৬

যথা কাষ্ঠ করে ভস্ম প্রজ্বলিত হুতাশন,
সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মসাৎ জ্ঞানাগ্নি করে তেমন। ৩৭

জগতে কিছুই নাই পবিত্র জ্ঞানের মত।
যোগসিদ্ধ যথাকালে আত্মাতে হয় বিদিত। ৩৮

তৎপর, সংযতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান, লভে জ্ঞান।
লভি জ্ঞান, পায় শীঘ্র পরম শান্তি নিদান। ৩৯

শ্রদ্ধাহীন, সন্দেহাত্মা, অজ্ঞ হয় বিনাশিত।
ইহলোক, পরলোক, নাহি সুখ কদাচিত। ৪০

যোগে সমর্পিত কর্ম্ম, জ্ঞানেতে ছিন্ন সংশয়,
আত্মবানে, নাহি করে কর্ম্ম বদ্ধ ধনঞ্জয়! ৪১

অতএব হৃদয়ের এ সংশয় অজ্ঞানতঃ
কাটি জ্ঞান-খড়্গে, উঠ, যোগস্থ হও ভারত! ৪২

ইতি জ্ঞান কর্ম্ম বিভাগ যোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪॥

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

অর্জ্জুন কহিলেন ।

কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মযোগ, কহিলে কৃষ্ণ! উভয় ;
এ উভয়ে যেটী শ্রেয় আমাকে কহ নিশ্চয় । ১

ভগবান কহিলেন ।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই শ্রেয়স্কর ।
তথাপি সন্ন্যাস হ'তে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠতর । ২

জেনো সে নিত্যসন্ন্যাসী নাহি দ্বেষাকাঙ্ক্ষা যার,
নির্দ্বন্দ্ব, সে হয় সুখে সকল বন্ধন পার । ৩

পণ্ডিতে না, মূর্খে কহে পৃথক সাংখ্য ও যোগ ।
একে অনুষ্ঠিলে হয় উভয়ের ফল-ভোগ । ৪

সাঙ্খ্যেরা পায় যে স্থান, যোগীও সেখানে যায় ।
অভিন্ন সাঙ্খ্য ও যোগ, যে দেখে সে দেখে তায় । ৫

দুর্লভ জানিও পার্থ! সন্ন্যাস যোগ-বিহীন ।
যোগযুক্ত মুনি হয় অচিরে ব্রহ্মে বিলীন । ৬

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়, আপন আত্মায়,
দেখে সর্ব্বভূত-আত্মা,—সে কর্ম্ম করিয়া নাহি লিপ্ত হয় তায় ।৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। ১০।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ১১

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ১২

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ।১৩

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। ১৫।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্। ১৬

"কিছু নাহি করি আমি"—ভাবে যোগী তত্ত্ববিৎ, "দর্শন, শ্রবণ,
আহার, গমন, নিদ্রা, ঘ্রাণ, শ্বাস, পরশন, কথন, গ্রহণ,

নিমেষ, উন্মেষ, ত্যাগ,"—তাহার ধারণা হয়,
ইন্দ্রিয়ার্থে ইন্দ্রিয়েরা রত মাত্র সমুদয়। ৮-৯

ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম্ম, নিষ্কাম যে কর্ম্ম-রত ;
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্ম-পত্রে জল মত। ১০

কেবল ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, দেহ, মন দ্বারা করে
সঙ্গত্যাগী যোগী কর্ম্ম,—শুধু আত্মশুদ্ধি তরে। ১১

যোগী, কর্ম্ম-ফলত্যাগী, পায় শান্তি শ্রদ্ধান্বিত ;
যোগহীন ফলাসক্ত কামে হয় নিমজ্জিত। ১২

বশী থাকে সুখে কর্ম্ম করি মনে বিসর্জ্জিত।
নব- দ্বার দেহে দেহী না করে কর্ম্ম কিঞ্চিৎ। ১৩

নরের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম কর্ম্মফল, কদাচিত
না সৃজেন বিভু ; তারা স্বভাবেতে প্রবর্ত্তিত। ১৪

নাহি লন পুণ্য, পাপ, কারো বিভু কদাচন।
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জ্ঞান, তাহে মুগ্ধ জীবগণ। ১৫

আত্মার অজ্ঞান এই জ্ঞানে যারা করে হত,
তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশে আদিত্য মত। ১৬

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥

তদ্বুদ্ধি, তদাত্মা, আর তন্নিষ্ঠ, তৎ-পরায়ণ,
জ্ঞানে-ধৌত-পাপ,—করে পুনর্জন্ম অতিক্রম। ১৭

কি গো, হস্তী, কি ব্রাহ্মণ বিনীত ও জ্ঞানবান,
কুকুর, চণ্ডাল, সব,—জ্ঞানীরা দেখে সমান। ১৮

সাম্যে স্থিত মন যার ইহ লোকে সর্গজিত,
—নির্দ্দোষ সমত্ব ব্রহ্ম—হয় তারা ব্রহ্মে স্থিত। ১৯

প্রিয় প্রাপ্তে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয়ে নহে দুঃখিত,
স্থিরবুদ্ধি, অসংমূঢ় ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মে স্থিত। ২০

বাহ্য স্পর্শে অনাসক্ত, আত্মাতে যে সুখ হয়,
ব্রহ্ম-যোগ-যুক্ত-আত্মা, লভে সে সুখ অক্ষয়। ২১

পরশ-জনিত ভোগ দুঃখের কারণ যত,—
আদি-অন্ত-শীল, পার্থ! জ্ঞানী তাহে নহে রত। ২২

শরীর মোচন পূর্ব্বে সহে যেই নরবর
কাম-ক্রোধোদ্ভব-বেগ,—সেই যোগী, সুখী নর। ২৩

যাহার অন্তরে সুখ, অন্তরে জ্যোতিঃ আরাম;
সেই যোগী ব্রহ্মেস্থিত, ব্রহ্মেতে লভে নির্ব্বাণ। ২৪

লভে ব্রহ্মে নিরবাণ পাপহীন ঋষি যত,
দ্বিধাহীন, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতহিতে রত। ২৫

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥২৭॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥২৮

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্ম-
সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

—— o ——

কাম ক্রোধ-বিরহিত, সন্ন্যাসী, সংযতচিত্,
নির্ব্বাণ সমীপে তার রহে ব্রহ্মে আত্মবিত্। ২৬

ত্যজিয়া বিষয়-স্পর্শ, উভয় ভ্রূ মধ্যে চক্ষু করিয়া স্থাপন,
ক[illegible] সমভাবাপন্ন নাসান্তরচারী প্রাণ অপান তেমন,—২৭

জিতেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি, মুনি মোক্ষপরায়ণ,—
গত ইচ্ছা ভয় ক্রোধ,—সেই মুক্ত সর্ব্বক্ষণ। ২৮

যজ্ঞ-তপ-ফল-ভোক্তা, অর্জ্জুন! সর্ব্বলোকের আমি মহেশ্বর,
সুহৃদ সর্ব্ব ভূতের, আমাকে জানিয়া শান্তি লভে সেই নর। ২৯

ইতি কর্ম্ম-সন্ন্যাস-যোগ নামক
পঞ্চম অধ্যায়।

—o—

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২॥

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন।

করে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ম্ম-ফলে হীনস্পৃহ,
সে সন্ন্যাসী, সেই যোগী ; না নিরগ্নি, না অক্রিয়।১

যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাই যোগ নিশ্চিত।
সঙ্কল্প-অত্যাগী, যোগী নাহি হয় কদাচিত।২

যোগারোহী যেই মুনি, কর্ম্মই কারণ তার।
যোগারূঢ় যেই জন, শমই কারণ সার। ৩

বিষয়ে কি কর্ম্মে যবে নহে জীব ধৃতকাম—
সকল সঙ্কল্প-ত্যাগী—যোগারূঢ় তার নাম। ৪

উদ্ধারিবে আপনাকে, অবসন্ন নাহি করি ;
আপনি আপন বন্ধু, আপনি আপন অরি। ৫

সেই আপনার বন্ধু যেই জন আত্মজিত।
আত্ম অবিজয়ী তথা আপন শত্রু নিশ্চিত।৬

প্রশান্ত বিজিত-আত্মা রহে পরব্রহ্মধ্যানে,
শীতে উষ্ণে, সুখ দুঃখে, কিবা মান অপমানে। ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬॥

জ্ঞানে বিজ্ঞানেতে তৃপ্ত, অবিকার, জিতেন্দ্রিয়,
সেই যোগী, যার লোষ্ট্র, শিলা, স্বর্ণ, সমপ্রিয়। ৮

মধ্যস্থে, দ্বেষ্য বন্ধুতে, শত্রুমিত্রে, উদাসীনে—পক্ষ-বিরহিত,
সাধুতে, পাপীতে আর, সর্ব্বত্র সমান জ্ঞান, বিশিষ্ট নিশ্চিত। ৯

সতত নির্জ্জনে যোগী করে আত্মা সমাহিত,—
একাকী, সংযত, তৃষ্ণা-পরিগ্রহ-বিরহিত। ১০

শুদ্ধস্থানে আপনার স্থিরাসন প্রতিষ্ঠিয়া,
—নাতি উচ্চ, নাতি নীচ, চেলাজিন কুশাসন,—

করিয়া একাগ্রমন, সংযত ইন্দ্রিয় ক্রিয়া,
আত্মশুদ্ধি তরে যোগ করিবেক আচরণ ॥১১-১২॥

সমান করি অচল স্থির কায়, গ্রীবা, শির,
দেখিয়া নাসিকা-অগ্র, নাহি দেখি অন্যতর,

প্রশান্তাত্মা, ভয়হীন, ব্রহ্মচারীব্রতে স্থির,
জিতাত্মা, মচ্চিত্ত যোগী আসীন রবে মৎপর। ১৩-১৪

করি আত্মা সমাহিত এরূপে জিতাত্মা যোগী,
পরম নির্ব্বাণ শান্তি, মৎস্থিতি, হ'বে ভোগী। ১৫

নহে অত্যাহার যোগ, নহে যোগ অনাহার,
নহে অতি নিদ্রা, নহে অনিদ্রা, অর্জ্জুন, আর। ১৬

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিংস্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা ॥২৩॥

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

নিয়মিত চেষ্টা, কর্ম্ম, আহার, বিহার, যার,
তথা নিদ্রা, জাগরণ,—দুঃখহারী যোগ তার। ১৭

যখন সংযতচিত্ত আত্মাতেই হয় স্থিত,—
সর্ব্ব-কাম-স্পৃহাহীন; সেই যোগী অভিহিত। ১৮

নিবাত স্থানেতে স্থিত নিষ্কম্প প্রদীপ মত,
অর্জ্জুন! সংযত-চিত্ত যোগী আত্মযোগ-রত। ১৯

যোগেতে নিরুদ্ধ চিত্ত যাতে হয় উপরত,
আত্মাতে দেখি আত্মায় হয় যাতে সন্তোষিত,—২০

বুদ্ধি-গ্রাহ্য অতি সুখ যাহাতে ইন্দ্রিয়াতীত,
যাতে আত্মতত্ত্ব হতে নাহি হয় বিচলিত,—২১

যাহা পেলে অন্য লাভ অধিক না হয় জ্ঞান,
মহৎ দুঃখেও যাতে না হয় বিকল প্রাণ,—২২।

জানিবে তাহাই যোগ, দুঃখ-সংযোগ রহিত;
অনির্ব্বেদ চিত্তে তুমি করিবে তাহা সাধিত। ২৩

কামনা সংকল্প-জাত অশেষ করি বর্জ্জিত,
ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা করি পূর্ণ-নিয়মিত, ২৪

ধৈর্য্যশীল বুদ্ধিবলে নিবৃত্ত হইবে ক্রমে,
আত্মাতে স্থাপিয়া মন, কিছু না চিন্তিবে মনে॥ ২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ।২৬।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২

অর্জ্জুন উবাচ ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩

অস্থির চঞ্চল মন করে যাতে বিচরণ,
তা হ'তে নিবৃত্ত করি, রাখিবে বশে আপন। ২৬

এরূপে প্রশান্তমনা যোগীর সুখ উত্তম
হয় লাভ, রজোহীন, নিষ্পাপ ব্রহ্মজীবন। ২৭

এইরূপে আত্মযুক্ত পাপহীন যোগী জন,
অনায়াসে মহা সুখ লভে ব্রহ্ম-পরশন। ২৮

আত্মাকে সমস্ত ভূতে, আত্মাতে সমস্ত ভূত,
সর্ব্বত্র সমান-দর্শী যোগী করে অনুভূত। ২৯

যে আমাতে দেখে সর্ব্ব, সর্ব্বত্র আমাকে আর,
হয় না অদৃশ্য মম, না হই অদৃশ্য তার। ৩০

সর্ব্বময় জানিয়া যে অভিন্ন ভজে আমায়,
সর্ব্বথা থাকিয়াও সে আমাতেই স্থিতি পায়। ৩১

সর্ব্বত্র সমান দেখে আত্মবৎ যেই জন,
সুখে দুঃখে—মম মতে সেজন যোগী পরম। ৩২

অর্জ্জুন কহিলেন।

যেই সাম্যযোগ তুমি কহিলে, মধুসূদন!
নাহি দেখি স্থিতি তার চঞ্চলতা নিবন্ধন। ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢম্
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ।৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬॥

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥

হে কৃষ্ণ! চঞ্চল মন, দৃঢ়, মত্ত শক্তিধর;
তাহার নিগ্রহ করা বায়ু মত সুদুষ্কর।৩৪

ভগবান্ কহিলেন।

দুর্জয় চঞ্চল মন, হে মহাবাহো! নিশ্চিত।
অভ্যাসে, বৈরাগ্য, কিন্তু হয় তাহা নিগৃহীত। ৩৫

অসংযত পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য, মত আমার;
উপায়েতে পায় যত্নে আত্মা কিন্তু বশে যার। ৩৬

অর্জ্জুন কহিলেন।

শ্রদ্ধাবান্ অযতাত্মা, যোগেতে চঞ্চলমতি,
না পাইয়া যোগ-সিদ্ধি লভে কৃষ্ণ! কিবা গতি? ৩৭

হবে কি উভয়-ভ্রষ্ট, নষ্ট, ছিন্ন মেঘ মত,
ব্রহ্মপথ মূঢ় জন, হইয়া অসিদ্ধব্রত। ৩৮

তুমিই ছেদিতে কৃষ্ণ! পার মম এ সংশয়,
তুমি ভিন্ন ছেদিবার আর কারো সাধ্য নয়। ৩৯

ভগবান্ কহিলেন।

ইহ লোকে পরলোকে না হয় সে বিনাশিত
দুর্গতি কল্যাণকারী নাহি পায় কদাচিত।৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাঁল্লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অভ্যাস
যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যোগভ্রষ্ট, পুণ্য লোকে বহু বর্ষ করি বাস,
পবিত্র ধনীর গৃহে লভে জন্ম, মহেষ্বাস ! ৪১

ধীমান যোগীর কুলে অথবা লভে জনম—
নরলোকে জন্ম আর দুর্লভ নাহি এমন। ৪২

লভি তথা বুদ্ধিযোগ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধন,
সিদ্ধিতরে পুনঃ যত্ন করে সে, কুরুনন্দন ! ৪৩

পূর্ব্বাভ্যাসে করে কর্ম্ম অনিচ্ছায় নিয়োজিত,
যোগ জিজ্ঞাসিয়া হয় শব্দব্রহ্ম সমতীত। ৪৪

যত্নে যোগাচারী যোগী,—পাপমুক্ত, শুদ্ধমতি,—
বহু জন্মে হ'য়ে সিদ্ধ, পায় সে পরম গতি। ৪৫

তপস্বীর শ্রেষ্ঠ যোগী, জ্ঞানীদেরও শ্রেষ্ঠ হয়,
কর্ম্মীদেরও শ্রেষ্ঠ যোগী, হও যোগী, নঞ্জয় ! ৪৬

মম মতে যোগী মধ্যে মদ্গত যাহার মন,—
শ্রদ্ধায় আমাকে ভজে,—সেই যোগী শ্রেষ্ঠতম।৪৭

ইতি অভ্যাস-যোগ নামক
ষষ্ঠ অধ্যায়।

——০——
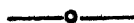
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥

সপ্তম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন।

অনুষ্ঠিলে যোগ, পার্থ! লইয়া মম আশ্রয় মদাসক্ত মন,
অসংশয় যেই রূপে আমাকে জানিতে পারে, করহ শ্রবণ।১

সবিজ্ঞান এই জ্ঞান কহিব সম্পূর্ণ, যার
জ্ঞানোদয়ে ইহলোকে জ্ঞাতব্য থাকে না আর। ২

সহস্র মনুষ্য মধ্যে যতনে ক্বচিৎ কেহ সিদ্ধির কারণ;
যত্নশীল সিদ্ধ মধ্যে, যথার্থ আমাকে জানে কেহ কদাচন। ৩

ভূমি জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, ও মন,
অহঙ্কার,—এই ভিন্ন অষ্টধা প্রকৃতি মম। ৪

ইহারা, অপরা; অন্য প্রকৃতি পরা আমার
জীবভূত, মহাবাহো! ধারণ করে সংসার। ৫

ইহা হ'তে সর্ব্বভূত লভে জন্ম বারম্বার
আমি সর্ব্ব জগতের প্রভব-প্রলয়াধার। ৬

আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কিছু, হে ভারত!
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে মণিগণ মত। ৭

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০॥

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥

সলিলেতে রস আমি, প্রভা শশি-বিভাকরে,
বেদেতে প্রণব, শব্দ আকাশে, পৌরুষ নরে। ৮

অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্য ঘ্রাণ,
তপস্যা তপস্বী গণে, আমি সর্ব্বভূতে প্রাণ। ৯

সকল ভূতের পার্থ! আমি বীজ সনাতন,
জ্ঞানীদের জ্ঞান আমি, তেজস্বীর তেজ মম। ১০

বলীদের বল আমি,—কামরাগবিবর্জ্জিত,
ভারত! জীবের আমি কামনা ধর্ম্ম-বিহিত। ১১

রাজসিক, তামসিক, সাত্বিক যে সব ভাব,—
আমি নহি তাতে, সব আমা হ'তে আবির্ভাব। ১২

এ ত্রিগুণ ভাবে মুগ্ধ সর্ব্ব বিশ্ব চরাচর;
এ হ'তে ভিন্ন না জানে অব্যয় আমাকে নর। ১৩

এই দৈবী, গুণময়ী মম মায়া সুদুস্তর;
যাহারা আমাকে ভজে, তরে তারা নিরন্তর। ১৪

আমাকে দুষ্কৃত মূঢ় নাহি পায় দুরাচার,
মায়াতে বিলুপ্ত জ্ঞান, আসুরিক ভাবাধার। ১৫

চতুর্ব্বিধ পুণ্যবান আমাকে ভজনা করে—
আর্ত্ত ও তত্ব-জিজ্ঞাসু, অর্থাকাঙ্ক্ষী, জ্ঞানী নরে। ১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম ॥১৮॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥১৯॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম ॥২১॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥২৪॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫

ইহাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী নিত্য যোগী ভক্তি সার,
জ্ঞানীর যে প্রিয় আমি, সেও মম প্রিয় আর। ১৭

ইহারা সকলে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মম মতে জ্ঞানী স্বরূপ আমার।
যুক্ত-আত্মা লভে মোরে অত্যুত্তম গতি, আমি আশ্রয় তাহার।১৮

লভে বহু জন্ম অন্তে এই জ্ঞান—"কৃষ্ণ সব,"
যে জ্ঞানী আমাকে পায়, সে মহাত্মা সুদুর্লভ। ১৯

কামে হৃতজ্ঞান যারা পূজে অন্য দেবগণ,
আপন প্রকৃতি মতে নিয়ম করি পালন। ২০

ভক্ত যেই মূর্ত্তি মম শ্রদ্ধায় করে অর্চ্চিত,
অচল তাহার শ্রদ্ধা তাহাতে করি স্থাপিত। ২১

করে আরাধনা তার হয়ে দৃঢ় শ্রদ্ধান্বিত,
পায় পরে আমা হ'তে বাঞ্ছিত বিহিত হিত। ২২

লভে ক্ষণস্থায়ী ফল সেই অল্পজ্ঞানীগণ।
দেবযাজী পায় দেবে, আমাকে মদ্‌ভক্তজন। ২৩

অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত ভাবে বুদ্ধিহীনগণ ;
না জানে পরম ভাব অব্যয় ও অনুত্তম। ২৪

প্রকাশ সর্ব্বত্র নহি যোগমায়া-সমাবৃত ;
অজন্ম অব্যয় আমি, মূর্খ লোকে অবিদিত। ২৫

জানি আমি বর্ত্তমান, পার্থ! ভবিষ্যত, ভূত;
আমাকে না জানে কেহ, জানি আমি সর্ব্বভূত। ২৬

হে ভারত! দ্বন্দ্ব-মোহে ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থিত
সৃষ্টি হ'তে, পরন্তপ! সর্ব্বভূত সম্মোহিত। ২৭

যেই পুণ্যকর্ম্মীদের পাপ হইয়াছে হত,
দ্বন্দ্ব মোহ-মুক্ত, ভজে আমাকেই দৃঢ়ব্রত। ২৮

জরা-মরণ-মোক্ষার্থ যতনে যে মমাশ্রিত,
হয় সে অধ্যাত্মব্রহ্ম, অখিল কর্ম্ম বিদিত। ২৯

অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সহ জানে যাহারা আমায়,
আমাকে সে যোগিগণ প্রয়াণ কালেও পার্থ! জানিবারে পায়।৩০

ইতি বিজ্ঞান-যোগ নামক সপ্তম অধ্যায়।

——o——

অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন।

কি সে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম কি, কর্ম্ম কি, পুরুষোত্তম?
অধিভূত, অধিদৈব, কারে বলে, জনার্দ্দন? ১

অধিযজ্ঞ কিবা রূপ? এ দেহে মধুসূদন?
কিরূপে মরণ কালে জানে তোমা যতিগণ? ২

ভগবান কহিলেন।

অক্ষর পরম ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম—স্বভাব তাঁর।
ভূত জন্ম বৃদ্ধিকর বিসর্জ্জন—কর্ম্ম সার। ৩

অধিভূত,—ক্ষয় ভাব; পুরুষ,—অধিদৈবত;
অধিযজ্ঞ আমি দেহে, হে দেহিশ্রেষ্ঠ ভারত! ৪

অন্তকালে আমাকেই স্মরি যেবা মৃত হয়
সে জন আমার ভাব প্রাপ্ত হয় অসংশয়। ৫

যে যে ভাব স্মরি মনে ত্যজে অন্তে কলেবর,
সে সে ভাব পায়, পার্থ! সে ভাব-ভাবিত নর। ৬

অতএব সর্ব্বকালে আমাকে স্মরিয়া, যুদ্ধ কর ধনঞ্জয়!
আমাতে মানস বুদ্ধি অর্পিত যাহার, পায় আমাকে নিশ্চয়। ৭

অভ্যাস যোগেতে যুক্ত হইয়া অনন্যমন,
চিন্তি, পার্থ! হয় লাভ পুরুষ দিব্য পরম। ৮

কবি পুরাতন, নিয়ন্তা বিশ্বের,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম, করে যে স্মরণ,—
সকলের ধাতা অচিন্ত্য স্বরূপ,
তমঃ হ'তে পর আদিত্য বরণ; ৯

করি মৃত্যু কালে চিত্ত অবিচল,
ভক্তিযুক্ত যোগ বলে যেই জন
ভ্রূমধ্যে করিয়া প্রাণ সমাবেশ
চিন্তে, পায় দিব্য পুরুষ পরম। ১০

কহে বেদবিৎ অক্ষর যাঁহারে,
পশে যাতে বীতরাগ ব্যক্তিগণ;
করে ব্রহ্মচর্য্য ইচ্ছিয়া যাঁহারে,
ক'হিব সংক্ষেপে সে পদ কেমন। ১১

রুদ্ধ করি সর্ব্বদ্বার, হৃদয়ে নিরুদ্ধ মন,
মস্তকে নিবেশি প্রাণ, করিয়া যোগ ধারণ। ১২

উচ্চারি ওঁকার ব্রহ্ম, আমাকে করি স্মরণ,
যে যায় ত্যজিয়া দেহ সে পায় গতি পরম। ১৩

সতত অনন্যচিত্ত আমাকে যে নিত্য স্মরে,
সুলভে আমাকে পায় নিত্যযুক্ত যোগীবরে। ১৪

আমাকে পাইলে সিদ্ধ পরম মহাত্মাগণ,
অনিত্য এ দুঃখালয়ে পুনঃ না লভে জনম। ১৫

আব্রহ্ম-ভুবন হ'তে, জীবগণ পুনঃ পুনঃ হয় আবর্ত্তিত।
আমাকে পাইলে কিন্তু, পার্থ! পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় কদাচিত। ১৬

সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিন বিদিত,
রাত্রি যুগ সহস্রান্ত,—জানে দিবারাত্রিবিৎ। ১৭

অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে জনমে আসিলে দিন।
সেরূপ আসিলে রাত্রি অব্যক্ততে হয় লীন। ১৮

ভূতগণ এইরূপে জন্মি জন্মি হয় লয়,
রাত্র্যাগমে অস্ববশ, দিবসেতে জন্ম হয়। ১৯

সে অব্যক্ত ভিন্ন আছে সনাতন ভাব আর,
সর্ব্বভূত হ'লে নাশ না হয় বিনাশ যার। ২০

অব্যক্ত অক্ষর সেই—তাহাই গতি-প্রধান,
যাহা পেলে নাহি জন্ম—আমার পরম ধাম। ২১

সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয় অনন্ত ভক্তিতে লাভ,
সমস্ত অন্তঃস্থ যার, সবে যাঁর আবির্ভাব। ২২

যেই কালে যোগীদের হয় জন্ম, নাহি হয়
মরণান্তে, সেই কাল কহিতেছি, ধনঞ্জয়! ২৩

অগ্নি জ্যোতিঃ শুক্ল দিন, ষন্মাস উত্তরায়ণ,—
সেকালে মরিলে ব্রহ্ম পায় ব্রহ্মজ্ঞানীগণ। ২৪

ধূম্র রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ, ষণ্মাস দক্ষিণায়ন,—
পাইয়া চন্দ্রের জ্যোতিঃ করে যোগী আবর্ত্তন। ২৫

জগতের নিত্য এই শুক্ল কৃষ্ণ গতিদ্বয়।
এক হতে অনাবৃত্তি, অন্যে পুনর্জ্জন্ম হয়। ২৬

জানিলে এ পথ যোগী নহে মুগ্ধ কদাচিত।
অতএব সর্ব্ব কালে হও তুমি যোগান্বিত। ২৭

কিবা বেদে, যজ্ঞে, কিবা তপস্যায়,
দানে, পুণ্যফল যাহা আদেশিত।
ইহা জানি, লভে তাহার উপর,
শ্রেষ্ঠ আদ্য স্থান, যোগী যোগান্বিত। ২৮

ইতি অক্ষয় ব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায়।

—o—

নবম অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন।

অসূয়াবিহীন তুমি, কহিব তোমাকে এই কথা গুহ্যতম,—
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান,—যাহারে জানিলে হবে অশুভ মোচন। ১

রাজ বিদ্যা, গুহ্যশ্রেষ্ঠ, পবিত্র, ইহা উত্তম,
প্রত্যক্ষ, ধর্ম্মানুগত, সুখ-সাধ্য, সনাতন। ২

এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষেরা কোন মতে
না পেয়ে আমাকে, ভ্রমে মৃত্যু সংসারের পথে। ৩

অব্যক্ত মূর্ত্তিতে মম জগত সর্ব্বব্যাপিত ;
আমাতে সমস্ত ভূত, আমি নহি তাহে স্থিত। ৪

দেখ ঐশ্বরিক যোগ—অর্জ্জুন! আমাতে নহে স্থিত ভূতগণ।
ধারক, পালক আমি,—মম আত্মা ভূতস্থিত নহে কদাচন। ৫

যথা আকাশেতে নিত্য সর্ব্বগামী মহা বায়ু করে অবস্থান,
সেইরূপে সর্ব্বভূত, আমাতেই অবস্থিত, জানিও প্রমাণ। ৬

কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূত আমার প্রকৃতি পায়।
কল্পারম্ভে তাহাদেরে সৃজি আমি পুনরায়। ৭

অবলম্বি স্বপ্রকৃতি সৃজি আমি বারম্বার।
প্রকৃতি-বশে অবশ অখিল ভূতসংসার। ৮

সেই সব কর্ম্মে কিন্তু বদ্ধ নহি হে ভারত!
অনাসক্ত সেই কর্ম্মে থাকি উদাসীন মত। ৯

প্রকৃতি অধ্যক্ষে মম সৃজে এই চরাচর।
এই হেতু জগতের বিপর্য্যয় বীরবর! ১০

আমাকে ভাবিয়া দেহী অবজ্ঞে বিমূঢ়গণ।
না জানে পরম ভূত-মহেশ্বর ভাব মম। ১১

বৃথা আশা, বৃথা কর্ম্ম, বৃথা জ্ঞান, তাহাদের চিত্ত বিচলিত,
মোহিনী রাক্ষসী আর আসুরিক প্রকৃতির হইয়া আশ্রিত। ১২

মহাত্মারা কিন্তু, পার্থ! নিজ দৈব প্রকৃতিকে করিয়া আশ্রয়,
আমাকে অনন্যমনে ভজে, জানি ভূতদের আদি ও অব্যয়। ১৩

সতত কীর্ত্তন করি যত্ন করি দৃঢ়ব্রতী,
সভক্তি প্রণাম করি, পূজা করে নিত্য যতি। ১৪

জ্ঞানযজ্ঞে অপরে বা আমাকে বিশ্বত মুখ করিয়া যাজনা,
একত্বে বা পৃথকত্বে, বহু প্রকারেতে মম করে উপাসনা। ১৫

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, স্বধা ও ঔষধ আমি,
আমি মন্ত্র, আমি আজ্য, আমি অগ্নি, হুত আমি। ১৬

পিতা আমি জগতের, মাতা, ধাতা, পিতামহ।
পবিত্র ওঙ্কারজ্ঞেয় ঋক, সাম, যজু সহ। ১৭

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, রক্ষী, বন্ধু, গম্যস্থান,
উৎপত্তি, প্রলয়, স্থিতি, অব্যয়বীজ, নিধান। ১৮

আমি দিই তাপ, বর্ষা আকর্ষি বর্ষি, পাণ্ডব!
অমৃত ও মৃত্যু আমি, সৎ অসৎ আমি সব। ১৯

ত্রৈবেদিক সোম-পায়ী পূতপাপ
যজ্ঞেতে আমাকে পূজি স্বর্গ চায়।

পেয়ে তারা পুণ্য সুর-ইন্দ্রলোক,
ভুঞ্জে দিব্য দেব-ভোগ সমুদায়। ২০

ভুঞ্জি সুবিশাল সেই স্বর্গলোক
আসে মর্ত্ত্যে পুনঃ হ'লে পুণ্যক্ষয়,

এইরূপে হয় কর্ম্মকাণ্ডরত
সকামীর গতাগত, ধনঞ্জয়। ২১

উপাসনা করে যারা করি এক মনে ধ্যান,
সেই নিত্যযুক্তদের যোগ ক্ষেম করি দান। ২২

যারা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পূজে অন্য দেবতায়,
তারাও অবিধিমতে, কৌন্তেয়! পূজে আমায়। ২৩

সকল যজ্ঞের আমি ভোক্তা ও প্রভু নিশ্চিত,
আমাকে না জানে তাই হয় জীব আবর্ত্তিত। ২৪

দেবব্রতী পায় দেবে, পিতৃব্রতী পিতৃগণে,
ভূতযাজী ভূতগণে, আমাকে মদ্‌যাজী জনে। ২৫

ভক্তিতে যে জন দেয় পত্র পুষ্প. ফল, জল,—
লই আমি, পবিত্রাত্মা ভক্তদত্ত সে সকল। ২৬

তোমার সকল কর্ম্ম, আহুতি, দান ভোজন,—
কৌন্তেয়! তপস্যা তব,—আমাতে কর অর্পণ। ২৭

মুক্ত হ'য়ে শুভাশুভ কর্ম্ম ফল বন্ধনের এইরূপ দায়,
সন্ন্যাস যোগেতে হ'য়ে যুক্ত-আত্মা, জন্ম মুক্ত পাইবে আমায়। ২৮

সর্ব্বভূতে সম আমি, নাহি দ্বেষ্য, প্রিয় মম।
আমি তাতে, সে আমাতে, ভক্তিতে ভজে যে জন। ২৯

আমাকে অনন্যভাবে ভজে যদি দুরাচার,
সেও সাধু, সত্য পথে পার্থ! দৃঢ় যত্ন তার। ৩০

ধর্ম্মাত্মা হইয়া শীঘ্র পায় সে শান্তি পরম;
কৌন্তেয়! জানিও নাহি নষ্ট হয় ভক্ত মম। ৩১

আমাকে আশ্রয় করি পাপজন্মা দুরমতি,
নারী, বৈশ্য, তথা শূদ্র, প্রাপ্ত হয় শ্রেষ্ঠ গতি। ৩২

তখন, ব্রাহ্মণ পুণ্য ভক্তিমান্ রাজর্ষির কথা কি আবার?
অনিত্য, অসুখপূর্ণ, পেয়ে ইহলোকে, কর ভজনা আমার। ৩৩

মদ্‌ভক্ত, মদ্গত-চিত্ত, হও মম উপাসক, কর নমস্কার!
যুক্তাত্মা মৎপরায়ণ এরূপে হইলে, পাবে স্বরূপ আমার। ৩৪

ইতি রাজগুহ্য যোগ নামক
নবম অধ্যায়।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

দশম অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন।

কহিব পরম কথা মহাবাহো! পুনরায়
—প্রীত হইতেছ তুমি—তব হিত-কামনায়। ১

না জানে প্রভব মম মহর্ষি কি সুরগণ।
সর্ব্বরূপে তাহাদের আমি আদি সনাতন। ২

যে জানে অনাদি আমি সর্ব্বলোক মহেশ্বর
হয় সর্ব্ব পাপ মুক্ত সেই মোহহীন নর। ৩

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম,
সুখ, দুঃখ, ভাবাভাব, ভয়াভয়, অরিন্দম! ৪

অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান,যশোযশ,—
আমা হতে ভূতগণ হয় ভিন্ন ভাববশ। ৫

পূর্ব্ব সপ্ত ঋষি, আর চারি মনু, হে পাণ্ডব!
আমার মানস জাত,—যাহা হতে প্রজা সব। ৬

মম এ বিভূতি যোগে হয় যার জ্ঞানোদয়,
নিশ্চয় সে যোগযুক্ত, তাহাতে নাহি সংশয়। ৭

আমি সর্ব্ব স্রষ্টা, সর্ব্ব আমা হ'তে প্রবর্ত্তিত,—
ইহা জানি আমাকেই ভজে জ্ঞানী ভাবান্বিত। ৮

মচ্চিত্ত, মদ্গত প্রাণ, দিয়া জ্ঞান পরস্পরে;
কহি নিত্য মম কথা, তোষণ রমণ করে। ৯

সপ্রেম ভজনাকারী সেই নিত্যযুক্তগণে,
দেই বুদ্ধি যোগ, যাতে পায় আমি সনাতনে। ১০

নাশি অনুকম্পা করি, আত্ম ভাবে হ'য়ে স্থিত,
তাদের অজ্ঞান তম, জ্ঞানদীপে প্রজ্বলিত। ১১

অর্জ্জুন কহিলেন।

পরম পবিত্র তুমি, পরব্রহ্ম, পরধাম;
নিত্য ব্রহ্ম, দিব্য, অজ, আদিদেব ভগবান্—

কহেন ঋষিরা সর্ব্বে, দেবর্ষি নারদ মুনি,
অসিত, দেবল, ব্যাস,—স্বয়ং কহিলে তুমি। ১২।১৩

মনে হয় সব সত্য কহিলে যা, হে কেশব!
ভগবন! তব ব্যক্তি না জানে দেব দানব। ১৪

আপনাকে আপনি জান, হে পুরুষোত্তম!
দেবদেব! জগৎপতে! ভূতেশ! ভূতভাবন! ১৫

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

কহ সে অশেষ দিব্য আপন বিভূতি চয়,
করিতেছ অবস্থিতি ব্যাপি যাহে লোকত্রয়। ১৬

হে যোগি! কি ভাবে চিন্তি পাব আমি তব জ্ঞান?
চিন্তিব তোমায় আমি কি কি ভাবে, ভগবান? ১৭

বিভূতি ও আত্মযোগ সবিস্তারে, জনার্দ্দন!
কহ পুন, সে অমৃত শুনি তৃপ্ত নহে মন। ১৮

ভগবান্ কহিলেন।

অনন্ত, অসংখ্য, মম দিব্য আত্ম বিভূতির
কহিব প্রধান যাহা তোমাকে, হে কুরুবীর। ১৯

আমি আত্মা, গুড়াকেশ! সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী,
আমি আদি, আমি মধ্য, ভূতদের অন্ত আমি। ২০

আদিত্যেতে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মানে প্রভাকর,
মরুতে মরীচি আমি, তারাগণে শশধর। ২১

বেদ মধ্যে সাম বেদ, দেবতা মধ্যে বাসব,
ইন্দ্রিয়েতে মন, ভূতে চেতনা আমি, পাণ্ডব! ২২

শঙ্কর রুদ্রের মধ্যে, যক্ষে রক্ষে বিত্তেশ্বর,
সুমেরু শিখরিগণে, বসু মধ্যে বৈশ্বানর। ২৩

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম
পিতৄণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম ॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম ॥ ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম ॥ ৩২ ॥

পুরোহিত মধ্যে, আমি বৃহস্পতি, ধনুর্দ্ধর !
কার্ত্তিক সেনানী মধ্যে, সরসী মধ্যে সাগর। ২৪

মহর্ষিতে আমি ভৃগু, বচনে আমি ওঁকার,
যজ্ঞে আমি জপ যজ্ঞ, স্থাবরে হিমাদ্রি আর। ২৫

অশ্বত্থ সকল বৃক্ষে, নারদ দেবর্ষিগণে,
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ, কপিল সংসিদ্ধ জনে। ২৬

অশ্বগণে উচ্চৈঃশ্রবা অমৃত সাগর-জাত,
গজেন্দ্রেতে ঐরাবত, নরগণে নরনাথ। ২৭

ধেনু মধ্যে কামধেনু, অস্ত্রগণে আমি বাজ ;
আমি প্রজনক কাম, বিষধরে নাগরাজ ;

নির্ব্বিষ নাগে অনন্ত, জলচরে পাশী আমি ;
অর্যমা পিতৃগণেতে, সংযমনে মৃত্যুস্বামী। ২৮-২৯

দৈত্যেতে আমি প্রহ্লাদ, কাল সংখ্যাকারীগণে ;
পশুগণে আমি সিংহ, বৈনতেয় বিহঙ্গমে। ৩০

বেগগামী মধ্যে বায়ু শস্ত্রীগণে দাশরথি,
মৎস্যেতে মকর আমি, নদীগণে ভাগীরথী। ৩১

সকল সৃষ্টির আমি আদি, অন্ত, মধ্য, পার্থ !
বিদ্যায় অধ্যাত্ম বিদ্যা, বাদীর আমি বাদার্থ। ৩২

অক্ষরে আমি অকার, সমাসেতে দ্বন্দ্ব সার ;
আমিই অক্ষয় কাল, বিশ্বমুখ ধাতা আর। ৩৩

আমি সর্ব্বহর কাল, ভবিষ্যৎ কল্পাদির উদ্ভব কারণ,
নারী মধ্যে কীর্ত্তি, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা, শ্রী অনুপম।৩৪

সামবেদে বৃহৎ সাম, ছন্দেতে গায়ত্রী বর,
মাসে আমি মার্গশীর্ষ্য, ঋতুতে কুসুমাকর। ৩৫

ছলনাকারীর দ্যূত, তেজীর তেজ, অর্জ্জুন!
জয়, ব্যবসায়, আমি, সাত্ত্বিকের সত্ত্বগুণ। ৩৬

বৃষ্ণিগণে বাসুদেব, পাণ্ডবে শ্বেতবাহন,
কবিগণে শুক্রাচার্য্য, মুনিগণে দ্বৈপায়ন। ৩৭

দমনকারীর দণ্ড, জিগীষুর নীতিবল,
গুহ্য বিষয়েতে মৌন, জ্ঞানীদের জ্ঞানোজ্জ্বল। ৩৮

সর্ব্বভূত বীজ যাহা, তাও আমি, বীর্য্যবান্!
নাহি চরাচর ভূত আমা বিনা বর্ত্তমান। ৩৯

মম দিব্য বিভূতির নাহি অন্ত, মহারথ!
বিস্তর বিভূতি মম,—কহিলাম সংক্ষেপত। ৪০

যে কিছু ঐশ্বর্য্যান্বিত, শ্রীমৎ বা প্রভাযুত,
জানিবে সে সব মম তেজ-অংশ-সমুদ্ভূত। ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতি-
যোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

— o —

তুমি আদি দেব, পুরুষ পুরাণ,
তুমি এ বিশ্বের নিধান স্বরূপ,
তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, তুমি শ্রেষ্ঠধাম,
তুমি বিশ্বব্যাপ্ত হে অনন্ত রূপ। ৩৮

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক,
প্রপিতামহ ও প্রজাপতি আর ;
তোমাকে সহস্র করি নমস্কার,
পুনঃ নমস্কার করি বহুবার। ৩৯

সম্মুখে, পশ্চাতে, করি নমস্কার,
সর্ব্বদিকে, সর্ব্ব! প্রণাম তোমায়।
তুমি মহাবীর্য্য, অমিত বিক্রম,
সর্ব্বব্যাপ্ত তুমি, সর্ব্ব তুমি তায়। ৪০

সখা জ্ঞানে আমি বলিয়াছি কত—
"হে কৃষ্ণ! যাদব! হে সখে আমার!"
প্রমাদে, প্রণয়ে, হইয়া মোহিত,
না জানিয়া তব মহিমা অপার ; ৪১

করেছি অবজ্ঞা করি পরিহাস
আসনে, ভোজনে, বিহারে, শয্যায়,
পরোক্ষে, সমক্ষে, অচ্যুত তোমার,—
তুমি অপ্রমেয় ক্ষম সমুদায়। ৪২

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥৪৩॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥ ৪৪ ॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

লোক চরাচর সকলের পিতা,
পূজ্য তুমি, গুরু হতে গরীয়ান,
অতুল প্রভাব! নাহি তিন লোকে
শ্রেষ্ঠ দূরে থাক্ তোমার সমান। ৪৩

অতএব নমি প্রণত শরীরে
আরাধ্য ঈশ্বর, ক্ষম দোষ যত,—
পিতায় পুত্রেব, সখায় সখার,
প্রিয় প্রেয়সীর সহে যেই মত। ৪৪

হৃষ্ট আমি দেখি অদৃষ্ট স্বরূপ,
ভয়েতে ব্যথিত মানস আমার,
দেখাও আমাকে তব দেব-রূপ,
দেবেশ! প্রসন্ন হও বিশ্বাধার! ৪৫

কিরীটি ভূষিত, গদাচক্রধারী,
ইচ্ছা মম দেখি তব সেই রূপ,
ধর চতুর্ভুজ পূর্ব্বরূপ তব,
হে সহস্রবাহো! ওহে বিশ্বরূপ! ৪৬

ভগবান কহিলেন।

প্রসন্ন হইয়া দেখা'নু অর্জ্জুন!
আত্মযোগে এই শ্রেষ্ঠ রূপ মম,
তেজস্বী, অনন্ত, আদ্য, বিশ্বরূপ;
তুমি ভিন্ন অন্যে দেখে নি কখন। ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ। ৫১

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। ৫২

নাহি বেদে, যজ্ঞে, দানে অধ্যয়নে,
নাহি ক্রিয়া-বলে, উগ্র তপস্যায়,
নৃলোকে এ রূপ, তোমা বিনা আর।
কুরুশ্রেষ্ঠ! অন্যে দেখিবারে পায়। ৪৮

না হও ব্যথিত, মূঢ় ভাবাপন্ন,
হেন ঘোর রূপ দেখিয়া আমার;
মম পূর্ব্বরূপ কর দরশন,
ভয়হীন, প্রীতচিত্ত পুনর্ব্বার। ৪৯

সঞ্জয় কহিলেন।

বাসুদেব ইহা কহিয়া, অর্জ্জুনে
দেখাইলা স্বীয় রূপ পুনর্ব্বার।
করিলা আশ্বস্ত ভীত ধনঞ্জয়,
ধরি সৌম্য বপু মহাত্মা আবার। ৫০

অর্জ্জুন কহিলেন।

এই মানুষিক রূপ দেখি তব জনার্দ্দন!
হইনু প্রকৃতিগত, এখন প্রসন্ন মন। ৫১

ভগবান কহিলেন।

যেই সুদুর্দ্দর্শ রূপ নিরখিলে তুমি মম,
দেবগণও নিত্যাকাঙ্ক্ষী করিবারে দরশন। ৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা। ৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ ৫৪।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। ৫৫।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপ দর্শনং নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

——o——
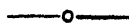
বেদে, তপে, দানে, যজ্ঞে, নাহি পারে কদাচন
দেখিতে এরূপ মম, দেখিলে তুমি যেমন। ৫৩

অনন্য ভক্তিতে পাবে অর্জ্জুন! এ রূপ মম
জানিতে, দেখিতে, তত্ত্বে প্রবেশিতে, অরিন্দম! ৫৪

মম কর্ম্মকারী, অতি মদ্‌পর, কামনাহীন,
সর্ব্বভূতে অহিংস যে, সে হয় আমাতে লীন। ৫৫

ইতি বিশ্বরূপ দর্শন নামক
একাদশ অধ্যায়।

——o——

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যাং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন।

এরূপে সতত যুক্ত করে তব উপাসনা যেই ভক্তগণ,
অক্ষর অব্যক্তে আর পূজে যারা,—যোগবিৎ কাহারা উত্তম ?১

ভগবান কহিলেন।

আমাতে নিবেশি মন, নিত্য যুক্ত কয়ে যারা উপাসনা মম,
পরম শ্রদ্ধার সহ,—ধনঞ্জয়! মম মতে তারা যুক্তত্তম।২

অক্ষরে পূজয়ে যারা, অনির্দ্দেশ্য, চিন্তাতীত,
সর্ব্বত্রগামী, অব্যক্ত, ধ্রুব, স্থির, কূটস্থিত।৩

সংযমি ইন্দ্রিয়গণ, সমবুদ্ধি সমুদায়,
সর্ব্বভূতহিতে রত,——তারাই আমাকে পায়।৪

অব্যক্তে আসক্তদের ক্লেশ সমধিকতর,
দুঃখেতে অব্যক্তগতি পায় দেহধারী নর।৫

মৎপর, আমাতে যারা সর্ব্ব কর্ম্ম করি দান,
অনন্তযোগেতে করে মম উপাসনা ধ্যান, ৬

আমাতে অর্পিত চিত্ত, তাহাদেরে করি পার
অচিরেতে মৃত্যু-যুক্ত সংসারের পারাবার।৭

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ। ৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়। ৯

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপস্যসি॥ ১০।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ১১।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ১৫॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬॥

আমাতে স্থাপহ মন, কর বুদ্ধি নিবেশিত,
দেহান্তে আমাতে বাস পাইবে তবে নিশ্চিত। ৮

আমাতে স্থাপিত স্থিরচিত্ত যদি নাহি হয়,
পাইতে অভ্যাস যোগে ইচ্ছা কর, ধনঞ্জয়! ৯

অভ্যাসে অশক্ত যদি, হও মৎ-কর্ম্মপর;
করি কর্ম্ম মম তরে, পাবে সিদ্ধি বীরবর! ১০

তাতেও অশক্ত যদি, কর মম যোগাশ্রয়,
যতাত্মা হইয়া ত্যাগ কর কর্ম্ম ফলাশয়। ১১

অভ্যাস হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হ'তে ধ্যান, শ্রেয়ঃ;
ধ্যান হ'তে ফলত্যাগ, ত্যাগে শান্তি, হে কৌন্তেয়! ১২

সর্ব্বভূতে দ্বেষহীন, মৈত্র, সকরুণ-প্রাণ,
নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, দুঃখ সুখ সমজ্ঞান; ১৩

ক্ষমী, সদাতুষ্ট, যোগী, দৃঢ়ব্রতী, জিতেন্দ্রিয়,
মদর্পিত-মন-বুদ্ধি যে ভক্ত, সে মম প্রিয়। ১৪

না দেয় উদ্বেগ লোকে, নহে যে উদ্বেজনীয়,
হর্ষ ক্রোধ-ভয়োদ্বেগ-মুক্ত যে, সে মম প্রিয়। ১৫

শুচি, দক্ষ, উদাসীন, বিগত-ব্যথ, নিস্পৃহ,
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী মদ্‌ভক্ত, সে মম প্রিয়। ১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

—— ০ -

নাহি হর্ষ দ্বেষ যার; নাহি শোক বাঞ্ছনীয়,
শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান, মম প্রিয়। ১৭

শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান, তথা মান অপমান,
অনাসক্ত, শীত উষ্ণে, সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, ১৮

তুল্য নিন্দা স্তুতি, মৌনী, স্বল্পে তুষ্ট, শূন্য-গৃহ,
স্থিরমতি, ভক্তিমান, সেই নর মম প্রিয়। ১৯

এইরূপ ধর্ম্মামৃত যাহাদের ভজনীয়,
শ্রদ্ধাযুক্ত মৎপর, তারা মম অতি প্রিয়। ২০

ইতি ভক্তিযোগ নামক
দ্বাদশ অধ্যায়।

—o—

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।
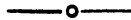
অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

ঋষিভির্ব্বহুধা গীতং ছন্দোভির্ব্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্ব্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন।

প্রকৃতি পুরুষ, আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সব,
জানিতে বাসনা করি জ্ঞান ও জ্ঞেয়, কেশব! ১

ভগবান কহিলেন।

এ শরীর, হে কৌন্তেয়! হয় ক্ষেত্র অভিহিত;
ইহাকে যে জানে, তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহে পণ্ডিত। ২

ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জান সর্ব্বক্ষেত্রে, হে ভারত!
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান—সেই জ্ঞান, মম মত। ৩

সে ক্ষেত্র যাহা, যে রূপ, বিকার উৎপত্তি যাহা,
ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রভাব তাঁর,—সংক্ষেপেতে শুন তাহা। ৪

বহুমতে, নানা ছন্দে, গাইয়াছে ঋষিগণ,
ব্রহ্ম সূত্র পদে, করি হেতুযোগে নিরূপণ। ৫

মহাভূতগণ, বুদ্ধি, প্রকৃতি, ও অহঙ্কার,
দশেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-গোচর আর, ৬

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা, ধৃতি,—
কহিলাম সংক্ষেপেতে এই ক্ষেত্র সবিকৃতি। ৭

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯।

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু। ১০।

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১১ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬॥

শ্লাঘা-দম্ভ-হীন, ক্ষমা, অহিংসা ঋজুতাসহ,
আচার্য্যের সেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্ম-বিনিগ্রহ। ৮

ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগিতা, অহঙ্কারহীন মন,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ দরশন, ৯

অনাসক্তি পুত্র-দারা-গৃহে অনুরাগ হীন,
ইষ্ট কি অনিষ্ট লাভে সমচিত্ত চিরদিন, ১০

আমাতে অনন্য যোগে ভক্তি ব্যভিচার-হীন,
শুদ্ধদেশে অবস্থান, জন সংঘে রতিহীন। ১১

তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যতা,—
ইহাকেই কহে জ্ঞান, অজ্ঞান যাহা অন্যথা। ১২

কহিতেছি জ্ঞেয় যাহা—যেই জ্ঞানে মোক্ষ হয়,—
অনাদি পরম ব্রহ্ম, সৎ অসৎ কিছু নয়। ১৩

পাণি, পদ, আঁখি, শির, মুখ, শ্রোত্র সর্ব্বস্থান,
আবরিয়া সর্ব্বলোক করিছেন অধিষ্ঠান, ১৪

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস, সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত,
নির্গুণ, গুণের ভোক্তা, অনাসক্ত, সর্ব্বভৃত্। ১৫

চরাচর ভূতদের অন্তর বহিরাধার,
সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়, দূরস্থ, নিকটে আর। ১৬

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৭॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্॥ ১৮॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ॥
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৯॥

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ২০॥

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২১

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২২॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২৩

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ২৪॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ২৫॥

অবিভক্ত, ভূতগণে বিভক্তরূপেতে স্থিত ;
সৃষ্টি-স্থিতি-গ্রাসকারী সেই জ্ঞেয় অভিহিত। ১৭

জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতি, তমের পরম তিনি,
জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য তিনি সর্ব্ব-অন্তর্যামী। ১৮

এই ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয়, কহিলাম সংক্ষেপতঃ,
মম ভক্ত ইহা জানি হয় মম ভাবগত। ১৯

উভয় অনাদি জান, প্রকৃতি, পুরুষ আর ;
প্রকৃতি-সম্ভূত সব জানিবে,—গুণ, বিকার। ২০

কার্য্য আর কারণের প্রকৃতিকে হেতু কহে,
সুখ দুঃখ ভোগে হেতু পুরুষ,—প্রকৃতি নহে। ২১

হইয়া প্রকৃতিস্থিত, পুরুষ প্রকৃতিজাত ভুঞ্জে গুণগণ ;
এই গুণ-সঙ্গ, পার্থ! অসৎসৎ যোনিতে জনম কারণ। ২২

সাক্ষী ও অনুমোদক, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর—
পরমাত্মা অভিহিত এ দেহে পুরুষপর। ২৩

এরূপে পুরুষে আর প্রকৃতিকে গুণ সহ জানে যেই জন,
সর্ব্বরূপে কর্ম্মরত হইলেও পুনর্ব্বার না লভে জনম। ২৪

কেহ ধ্যানে আপনাতে করে আত্মা দরশন,
কেহ দেখে সাংখ্য যোগে, কর্ম্মযোগে অন্যজন। ২৫

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৬

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৭

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্!
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৮

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম। ২৯

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিযমাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি। ৩০

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩১

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। ৩২

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩৩

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৪॥

না জানিয়া এইরূপ, শুনিয়াই উপাসনা করে অন্য জন,—
সেই শ্রুতি পরায়ণ—তারাও অচিরে করে মৃত্যু অতিক্রম। ২৬

যাহা কিছু লভে জন্ম,—স্থাবর জঙ্গম সব,—
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে, জানিবে ভরতর্ষভ। ২৭

সর্ব্বভূতে সমভাবে আছেন পরমেশ্বর,
ভূতনাশে অবিনাশ্য, যে দেখে সে দর্শী নর। ২৮

সর্ব্বত্র সমান দেখে ঈশ্বরের অবস্থিতি,
না হিংসে আত্মায় আত্মা, লভে তাতে শ্রেষ্ঠ গতি। ২৯

ক্রিয়মান কর্ম্ম সব সর্ব্বথা প্রকৃতিকৃত
যে দেখে, সে আপনাকে অকর্ত্তা দেখে সর্ব্বতঃ। ৩০

ভূতের পৃথক্ ভাব একস্থ করে দর্শন,—
তা হতে বিস্তার দেখে,—ব্রহ্মত্ব লভে তখন। ৩১

অনাদি নির্গুণ হেতু পরম-আত্মা অব্যয়
হইয়াও শরীরস্থ না করে, না লিপ্ত হয়। ৩২

নির্লিপ্ত সূক্ষ্মতা হেতু, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত আকাশ যেমন;
সর্ব্ব দেহে অবস্থিত নির্ব্বিকার পরমাত্মা নির্লিপ্ত তেমন। ৩৩

যথা একমাত্র রবি প্রকাশে সর্ব্ব জগত,
তেমতি সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে ক্ষেত্রী, ভারত! ৩৪

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম॥ ৩৫ ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

—o—

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ জ্ঞান-নয়নেতে যারা করে দরশন,
ভূতের প্রকৃতি, মুক্তি, জানে যারা, করে লাভ তাহারা পরম।৩৫

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগ নামক
ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—০—

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২॥

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫॥

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেনচানঘ॥ ৬॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন।

জ্ঞানে যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, কহিতেছি পুনরায় ;
জানি যাহা মুনিগণ সিদ্ধি পরমার্থ পায়। ১

এ জ্ঞান আশ্রয় করি মম সম ধর্ম্মান্বিত,
সৃষ্টি কালে নাহি জন্মে, প্রলয়ে নহে ব্যথিত। ২

যোনি মম মহদ্ব্রহ্ম, করি তাতে গর্ভাধান,
তাহে জন্ম, হে ভারত! লভে সর্ব্বভূতগ্রাম। ৩

সকল যোনিতে হয় যেই মূর্ত্তি সম্ভাবিতা,
মহদ্ব্রহ্ম যোনি তার আমি বীজপ্রদ পিতা। ৪

সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ প্রকৃতি-সম্ভব সব,
অব্যয় দেহীকে দেহে নিবদ্ধ করে, পাণ্ডব। ৫

নির্ম্মলত্ব হেতু সত্ত্ব—প্রকাশক, অনাময়,—
সুখ সঙ্গে, জ্ঞান সঙ্গে, করে বদ্ধ, ধনঞ্জয়। ৬

তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভূত রাগাত্মক রজোগুণ,
দেহীকে কর্ম্মের সঙ্গে করে বদ্ধ, হে অর্জ্জুন। ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত । ৮ ।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত ।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ১০

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত । ১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ।১৪ ।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে ।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্ ।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ।

সর্ব্বজীব-মোহকারী জান অজ্ঞানজ তমঃ,
প্রমাদ ও নিদ্রালস্যে করে বদ্ধ, অরিন্দম! ৮

সত্ত্ব সুখে, রজঃ কর্ম্মে করে পার্থ সংশ্লেষিত;
আবরিয়া জ্ঞান, তমঃ, প্রমাদে করে পাতিত। ৯

রহে সত্ত্ব, রজতমে করি পার্থ! অভিভূত;
রজঃ,—সত্ত্ব তমে; তমঃ—সত্ত্বরজে, কুন্তিসুত! ১০

এই দেহ সর্ব্বদ্বারে হয় পার্থ! প্রকাশিত
জ্ঞান যবে, তখনই সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধিত। ১১

প্রবৃত্তি, লোভ, উদ্যম, কর্ম্মেতে অশম-স্পৃহা,
রজঃগুণ হলে বৃদ্ধি হে ভারতশ্রেষ্ঠ! ইহা। ১২

অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ তেমন,
তমোগুণে হয় সব বর্দ্ধিত কুরু-নন্দন। ১৩

যখন বর্দ্ধিত সত্ত্ব,—মরে যদি দেহীগণ,
সে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা করে নির্ম্মল-লোকে গমন। ১৪

রজোগুণে হ'লে লয়, জন্মে কর্ম্মাসক্ত ঘরে;
মূঢ়যোনি হয় প্রাপ্ত তমোগুণে যদি মরে। ১৫

সুকৃত কর্ম্মের পার্থ! সাত্ত্বিক ফল নির্ম্মল;
রজসের ফল দুঃখ, তমের অজ্ঞান ফল। ১৬

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭॥

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো ।
কিমাচারঃ কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে । ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে ।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

সত্ত্ব হ'তে জন্মে জ্ঞান; রজঃ হ'তে লোভোদয়;
প্রমাদ, অজ্ঞান, মোহ, তমঃ হতে, ধনঞ্জয়! ১৭

সাত্ত্বিকেরা যায় ঊর্দ্ধে; রহে মধ্যে রাজসিক;
করে আধোগতি লাভ হীনবৃত্তি তামসিক। ১৮

যখন না দেখে দ্রষ্টা গুণ ভিন্ন কর্ত্তা আর,
জানে গুণ ভিন্ন পর—পায় সে ভাব আমার। ১৯

দেহ-সমুদ্ভূত এই গুণত্রয় অতিক্রমি আত্মা দেহ-ধারী,
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ-মুক্ত হ'য়ে, অমৃতের হয় অধিকারী। ২০

অর্জ্জুন কহিলেন।

কোন লক্ষণেতে, প্রভো! হয় এ ত্রিগুণাতীত?
কি আচার, কিসে হয় ত্রিগুণ অতিক্রমিত? ২১

ভগবান কহিলেন।

প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ প্রবৃত্তিতে নাহি দ্বেষ
ইহারা নিবৃত্ত হ'লে না করে আকাঙ্ক্ষা লেশ; ২২

উদাসীন মত থাকে, নহে গুণে বিচলিত;
গুণ কার্য্যে রত জানি, রহে যে অচঞ্চলিত, ২৩

সম সুখ দুঃখ, স্থির সম লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন,
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়, তুল্য স্তুতি নিন্দা, ধীর মন, ২৪

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫ ॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ২৬॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়
বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

তুল্য শত্রু মিত্র পক্ষ, তুল্য মান অপমান,
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, গুণাতীত তার নাম। ২৫

অনন্যভক্তি-যোগেতে যে জন সেবে আমায়,
হ'য়ে সর্ব্বগুণাতীত সে ব্রহ্মত্ব ভাব পায়। ২৬

অমৃত-অব্যয়-রূপ ব্রহ্মের আমি আধার,
শাশ্বত ধর্ম্মের, পার্থ! একান্ত সুখের আর। ২৭

ইতি গুণত্রয়-বিভাগ যোগ নামক
চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

——o——

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ১

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন।

অব্যয় অশ্বত্থ-রূপী এ সংসার ঊর্দ্ধমূল, অধঃ শাখান্বিত;
বেদ যার পত্রাবলী, তাহাকে যে জন জানে সেই বেদবিৎ। ১

অধে ঊর্দ্ধে তার শাখা প্রসারিত,
গুণেতে বর্দ্ধিত, বিষয়ে পত্রিত;
অধঃগামী তার বাসনার মূল,—
নরলোকে কর্ম্ম-বন্ধন জড়িত; ২

আদি, অন্ত, রূপ, প্রতিষ্ঠা তাহার,
নাহি উপলব্ধ হয় কদাচিৎ;
সুদৃঢ় শিকড় এই অশ্বত্থকে
বৈরাগ্য দৃঢ়াস্ত্রে করিয়া ছেদন, ৩

পরে অন্বেষণ করিবে সে পদ,
যথা গেলে নাহি পুনঃ আবর্ত্তন;—
"যা হতে প্রসৃত প্রবৃত্তি পুরাণ,
লইনু সে আদি পুরুষ শরণ।" ৪

নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাহপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চাহয়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাহপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাহগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

মান মোহ হীন, জিত সঙ্গ দোষ,
নিত্য আধ্যাত্মিক, নিষ্কাম হৃদয়,
সুখ দুঃখ রূপ দ্বন্দ্বজ্ঞানাতীত
অমূঢ়েরা পায় সে পদ অব্যয়। ৫

চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তথা নাহি করে দীপ্তিদান,
যথা গেলে নাহি জন্ম, সে মম পরম ধাম। ৬

মম অংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন,
প্রকৃতিস্থ ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে, আকর্ষে সহিত মন। ৭

দেহ প্রাপ্তি কালে, আর দেহ ত্যাগ কালে, আত্মা করেন গমন
লইয়া ইন্দ্রিয়গণ, পুষ্প হ'তে যথা গন্ধ লয় সমীরণ। ৮

চক্ষু, কর্ণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, রসনা, মন, ভারত!
আশ্রয় করিয়া ভোগ করেন, বিষয় যত। ৯

উৎক্রান্ত, স্থিত, বা ভোক্তা হ'য়ে যবে গুণান্বিত,—
না দেখে বিমূঢ় ; দেখে জ্ঞান-চক্ষু-সমন্বিত। ১০

যত্নবান্ যোগী দেখে আত্মাতেই অবস্থিত ;
অকৃতাত্মা অবিবেকী নাহি দেখে কদাচিত। ১১

যে আদিত্য-তেজ করে বিভাসিত ত্রিভুবন,
চন্দ্রেতে অগ্নিতে যাহা, জানিবে সে তেজ মম। ১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ । ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ
প্রাণাহপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম । ১৪

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম ॥ ১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ১৬

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ । ১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ১৮

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াহনঘ ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

প্রবেশিয়া পৃথিবীতে ভূতগ্রাম করি আমি বলেতে ধারণ ;
হ'য়ে রসাত্মক সোম করি আমি ওষধির পুষ্টি সম্পাদন। ১৩

হ'য়ে বৈশ্বানর আমি প্রাণীদের দেহগত,
প্রাণাপান যোগে করি পাক অন্ন চারিমত। ১৪

সকলের হৃদে সন্নিবিষ্ট আমি, আমি স্মৃতি জ্ঞান, অভাব তাহার ;
সর্ব্ব বেদ দ্বারা আমি মাত্র জ্ঞেয়, বেদান্তকারী ও বেদবিদ্ আর।১৫

জানিও পুরুষ দুই এ লোকে—অক্ষর, ক্ষর ;
সর্ব্বভূতগণ ক্ষর, কূটস্থ মাত্র অক্ষর। ১৬

উত্তম পুরুষ অন্য পরমাত্মা অভিহিত ;
নিত্য ঈশ পশি বিশ্বে করেন তাহা পালিত। ১৭

ক্ষরের অতীত আমি, অক্ষর হ'তে উত্তম,
এই হেতু লোকে বেদে আখ্যাত পুরুষোত্তম। ১৮

যে জ্ঞানী আমাকে জানে এরূপ পুরুষোত্তম,
সর্ব্বভাবে আমাকে সে ভজে সর্ব্ববিদ্ জন। ১৯

এই গুহ্যতম শাস্ত্র কহিলাম সংক্ষেপতঃ,
যাহা জানি বুদ্ধিমান্ কৃতার্থ হয়, ভারত! ২০

ইতি পুরুষোত্তম যোগ নামক
পঞ্চদশ অধ্যায়।

—o—

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত । ৩

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ৪ ।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্দৈব আসুর এব চ ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন।

জ্ঞানযোগে অবস্থিতি, অভয়, সত্ত্বশুদ্ধতা,
দান, দম, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায় ও সরলতা, ১

অহিংসা, অক্রোধ, সত্য, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন,
দয়া ও নির্লোভ, লজ্জা, মৃদুতা, স্থিরতা গুণ, ২

তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমান,—
পায় দৈবী-সম্পদেতে অভিজাত পুণ্যবান। ৩

দম্ভ, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশতা, জ্ঞানাভাব,
আসুরিক সম্পদেতে অভিজাত করে লাভ। ৪

মোক্ষার্থ দৈবী-সম্পদ, আসুরী বন্ধন তরে,
কেন কর শোক তুমি দৈবীসম্পদ্ লাভ করে? ৫

ইহলোকে দৈবাসুর সৃষ্ট ভূত দুই মত,
কহিলাম দৈব যাহা; আসুর শুন, ভারত! ৬

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নাহি জানে আসুরিকগণ,
নাহি শৌচাচার, সত্য তাহাদের, অরিন্দম! ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম ॥ ৮ ॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ। ৯ ।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম ॥ ১৩ ॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬॥

অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত, অনীশ্বর এ জগৎ, আসুরিক কহে,
কামহেতু পরম্পরাহীন ইহা, আকস্মিক কিছু আর নহে। ৮

অল্প বুদ্ধি, নষ্ট আত্মা এতাদৃশ দৃষ্টি, পার্থ করিয়া আশ্রয়,
উগ্রকর্ম্মা, বিশ্ব-রিপু, জগতের ক্ষয়হেতু জন্মে ধনঞ্জয়! ৯

দম্ভমানমদান্বিত, কামনা দুষ্পূরণীয় করিয়া আশ্রয়।
সে অশুচি-ব্রতীগণ করে মোহে অনুষ্ঠান অশুভ নিশ্চয়। ১০

আমরণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া অপরিমাণ,
কাম-উপভোগ ধ্রুব করে পরমার্থ জ্ঞান। ১১

শত আশা পাশে বদ্ধ, কাম-ক্রোধ-পরায়ণ,
কামার্থ সঞ্চিতে অর্থ অন্যায় করে যতন। ১২

"আজ পাইলাম ইহা,—পাব এই মনোরথ,—
"এই আছে,—পুন ধন ভবিষ্যতে হবে কত। ১৩

"বধিয়াছি ঐ শত্রু,—অপর করিব হত,—
"আমি প্রভু, ভোগী, সিদ্ধ, বলবান্, সুখী কত! ১৪

"ধনাঢ্য, স্বজনবান, কে আছে, আমার মত?
"করিব আমোদ, যজ্ঞ, দান"—কহে মূর্খ যত। ১৫

বহুধা বিভ্রান্ত চিত্ত, মোহ-জালে সমাবৃত,
কামাসক্ত, কাম ভোগে নরকে হয় পতিত। ১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম ।১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ১৮

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ।১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম ২০

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ২১

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম ২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ২৪।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অনম্র, আত্ম-গর্ব্বিত, ধনমান, মদান্বিত,
দম্ভেতে অবৈধ যজ্ঞ নামে মাত্র অনুষ্ঠিত। ১৭

অহঙ্কার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ-সমাশ্রিত,
আত্ম-পর-দেহে দ্বেষে আমাকে অসূয়ান্বিত। ১৮

দ্বেষ্টা, ক্রূর, মন্দকারী, সংসারে যে নরাধম—
আসুর যোনিতে আমি অজস্র করি ক্ষেপণ। ১৯

পাইয়া আসুর যোনি জন্মে জন্মে মূঢ়মতি,
না পেয়ে আমাকে, পার্থ! পায় ক্রমে অধোগতি। ২০

নরকের এই তিন আত্মবিনাশক দ্বার,—
কাম, ক্রোধ, আর লোভ, করিবে তা পরিহার। ২১

এই তিন তমঃদ্বার বিমুক্ত হইয়া নর,
আচরিয়া আত্মশ্রেয়, পায় গতি শ্রেষ্ঠতর। ২২

শাস্ত্র বিধি করি ত্যাগ যেই কামাচারী জন,
নাহি পায় সিদ্ধি সুখ, না পায় গতি পরম। ২৩

কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থায় শাস্ত্রই তব প্রমাণ;
শাস্ত্র বিধি মতে কর্ম্ম জানি কর অনুষ্ঠান। ২৪

ইতি দৈবাসুর সম্পদ্বিভাগ যোগ নামক
ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪॥

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫॥

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬॥

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন।

শাস্ত্র বিধি ত্যজি যারা যজে শ্রদ্ধান্বিত মন,
তাহাদের নিষ্ঠা, কৃষ্ণ! সত্ব, রজঃ, কিবা তমঃ? ১

ভগবান্ কহিলেন।

দেহীদের স্বভাবজ সেই শ্রদ্ধা তিন মত,—
সাত্বিকী, রাজসী, আর তামসী শুন, ভারত! ২

বুদ্ধি অনুরূপ শ্রদ্ধা সকলের, হে ভারত!
শ্রদ্ধাময় নর,—যার যাহা শ্রদ্ধা, সে সে মত। ৩

সাত্বিক দেবতা পূজে, যক্ষ রক্ষ রাজসিক,
ভুত প্রেতগণ অন্যে পূজে যারা তামসিক। ৪

অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপে যারা নিয়োজিত,
দম্ভ-অহঙ্কার-যুক্ত, কাম-রাগ-বলান্বিত, ৫

শরীরস্থ ভূতগণ, মূঢ়েরা করে ক্লেশিত—
অন্তরস্থ আমাকেও—আসুর তারা নিশ্চিত। ৬

আহারও সকলের তিনরূপ প্রিয় পুন,
তথা যজ্ঞে, তপে, দানে আছে এই ভেদ শুন। ৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বৃদ্ধিকর,
রস্য, স্নিগ্ধ, হৃদ্য খাদ্যপ্রিয় সাত্ত্বিক যে নর। ৮

অতি-উষ্ণ, কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহক, লবণাক্ত আর,
দুঃখ-শোক-রোগপ্রদ, রাজসিক-জন-প্রিয় এ সব আহার। ৯

গত-যাম, গতরস, পূতি, বাসি দিনান্তর,
উচ্ছিষ্ট অশুদ্ধ খাদ্য, তামসের প্রিয় বড়। ১০

নিষ্কামীর দ্বারা যজ্ঞ বিধিমতে অনুষ্ঠিত।
ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত—সে যজ্ঞ সাত্ত্বিক কৃত। ১১

ফল তরে দম্ভ হতে অনুষ্ঠিত যেই সব,
রাজসিক যজ্ঞ তাহা জানিবে, ভরতর্ষভ! ১২

বিধিহীন, অসৃষ্টান্ন, দক্ষিণা-মন্ত্র-রহিত,
শ্রদ্ধাহীন যেই যজ্ঞ, তামস তাহা কথিত। ১৩

দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজা, শৌচ, সরলতা,
শারীরিক তপ ইহা—ব্রহ্মচর্য্যা, অহিংস্রতা। ১৪

অনুদ্বেগকর বাক্য, সত্য, প্রিয়, হিতকর,
স্বাধ্যায়-অভ্যাস,—তপ বাঙ্ময়, হে বীরবর! ১৫

চিত্তের প্রসাদ, সৌম্য, মৌন, আত্ম-সংযমন,
ভাবশুদ্ধি,—এই তপ মানস, কুরুনন্দন! ১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্। ১৮

মূঢগ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ২০

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্। ২১

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥২২॥

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥২৩

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥২৪

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫

নিষ্কাম যোগের ভাবে পরম শ্রদ্ধায় কৃত,
এই তিন রূপ তপ, সাত্বিক নামে কথিত। ১৭

সুখ্যাতি-মান-পূজার্থদম্ভে অনুষ্ঠিত তপ,—
চঞ্চল অধ্রুব,—তাহা রাজসিক, পরন্তপ! ১৮

মোহকৃত আত্ম-পীড়া দ্বারা তপ অনুষ্ঠিত,
কিম্বা পর-বিনাশার্থ,—তামসিক অভিহিত। ১৯

কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে মাত্র অনুপকারিকে দান,
যথা দেশে, কালে, পাত্রে,—সাত্বিক তাহার নাম। ২০

প্রতি-উপকার তরে, কিম্বা ফল-কামনায়
ক্লিষ্টভাবে দান যাহা,—রাজস কহে তাহায়। ২১

অদেশে, অকালে, যাহা অপাত্রেতে হয় দান
অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা কৃত,—তামস তাহার নাম। ২২

ওঁ তৎসৎ—এই ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম আছে নির্দ্দেশিত,
পূর্বকালে তাহা হ'তে বেদ যজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা হয়েছে বিহিত। ২৩

সে হেতু উচ্চারি "ওঁম্" তপঃক্রিয়া যজ্ঞদান,
হয় ব্রহ্মবাদিদের সতত যথা বিধান। ২৪

উচ্চারিয়া "তৎ", ফল-অভিসন্ধি তেয়াগিয়া,
মোক্ষার্থীরা করে নানা যজ্ঞ তপ দান ক্রিয়া। ২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়
বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

—০—

সদ্ভাবে বা সাধু ভাবে হয় "সৎ" প্রয়োজিত,
প্রশস্ত কর্ম্মেতে তথা হয় তাহা নিয়োজিত। ২৬

যজ্ঞে-তপে-দানে-নিষ্ঠা হয় "সৎ" উচ্চারিত ;
তদর্থ কর্ম্মও হয় "সৎ" শব্দে অভিহিত। ২৭

অশ্রদ্ধায় হুত, দত্ত, কৃত, তপ অনুষ্ঠিত,
না ঐহিক, পারত্রিক ; অসৎ তাহা বিদিত। ২৮

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ নামক
সপ্তদশ অধ্যায়।

——o——

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিসূদন ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন।

ত্যাগের ও সন্ন্যাসের, মহাবাহো! ইচ্ছা মম
জানিতে পৃথক তত্ত্ব, হে কৃষ্ণ কেশিসূদন! ১

ভগবান কহিলেন।

কাম্য-কর্ম্ম-ত্যাগ কহে সন্ন্যাস সুকবিগণ;
সর্ব্বকর্ম্ম ফল-ত্যাগ, কহে ত্যাগ বিচক্ষণ। ২

কহেন মনীষী কেহ, কর্ম্ম মাত্র দোষযুক্ত কর পরিহার।
অপরে কহেন পুনঃ, যজ্ঞ দান তপ কর্ম্ম অত্যাজ্য তোমার। ৩

সেই ত্যাগে মম মত, ভারত! শুন নিশ্চিত।
বীরেন্দ্র! ত্রিবিধ ত্যাগ হইয়াছে প্রকীর্ত্তিত। ৪

যজ্ঞ দান তপ কর্ম্ম ত্যজিবে না কদাচিৎ,
যজ্ঞ দান তপে হয় মনীষীরা পবিত্রিত। ৫

ত্যজিয়া আসক্তি, ফল ঐ কর্ম্ম কর্ত্তব্য সব।
নিশ্চিত উত্তম মত এই মম, হে পাণ্ডব! ৬

নিয়ত কর্ম্মের ত্যাগ, অর্জ্জুন নহে উচিত,
মোহেতে তাহার ত্যাগ তামস নামে কীর্ত্তিত। ৭

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন ।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে ।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ । ১০

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে । ১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ । ১২

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ । ১৪

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ । ১৫ ।

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ । ১৬ ।

কায়-ক্লেশ ভয়ে কর্ম্ম দুঃখ ভাবি পরিহার,—
নাহি তাহে ত্যাগফল, রাজসিক নাম তার। ৮

"ইহাই কর্ত্তব্য"—ভাবি যে কর্ম্ম করে নিয়ত,
ত্যজি ফলাসক্তি,—ত্যাগ সাত্ত্বিক তাহা, ভারত! ৯

না দ্বেষে অপ্রিয় কর্ম্মে, প্রিয়ে অনুরক্ত নয়,
ত্যাগী, সত্ত্বভাবাপন্ন, মেধাবী ছিন্ন-সংশয়। ১০

সম্পূর্ণ ত্যজিতে কর্ম্ম না পারে দেহী কখন,
যে কর্ম্ম-ফলের ত্যাগী, সেই ত্যা গী, বীরোত্তম। ১১

কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল—অনিষ্ট, ইষ্ট, মিশ্রিত,—
ঘটে অত্যাগীর পরে, ত্যাগীব নহে ক্বচিৎ। ১২

মহাবাহো! এই পঞ্চ কারণ হও বিদিত,
সর্ব্ব কর্ম্ম-সিদ্ধি তরে সিদ্ধান্ত সাঙ্খ্যে কথিত। ১৩

অধিষ্ঠান—দেহ, কর্ত্তা, করণ—ইন্দ্রিয়গণ,
নানাবিধ চেষ্টা, দৈব, এই পঞ্চ অরিন্দম! ১৪

শরীরে, বাক্যেতে, মনে যেই কর্ম্ম করে নর,—
ন্যায্য, কি অন্যায্য,—হেতু এই পঞ্চ, কুরুবর! ১৫

কেবল আত্মাকে তবে দেখে কর্ত্তা যেই জন,
অকৃতবুদ্ধি বশতঃ,—নাহি দেখে সে দুর্জ্জন। ১৬

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

নাহি অহঙ্কার ভাব, নহে বুদ্ধি লিপ্ত যার,
বধিয়া সমস্ত লোক, নহে সে নিবদ্ধ আর। ১৭

জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা,—কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ত্রয়;
করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা,—এই তিন কর্ম্মাশ্রয়। ১৮

জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, পার্থ! গুণ-ভেদে তিন মত
গুণ-সংখ্যা শাস্ত্র মতে,—শুন তাহা যথাবৎ। ১৯

সর্ব্বভূতে যাতে দেখে একই ভাব অব্যয়,—
বিভক্ততে অবিভক্ত,—সে জ্ঞান সাত্ত্বিক কয়। ২০

পৃথক্‌বিধ নানা ভাব পৃথকত্বে যেই জ্ঞান
জানে সর্ব্ব ভূতগণে,—রাজস তাহার নাম। ২১

খণ্ডে যে অখণ্ড জানি অহেতুক অযথার্থ,
এক অল্প কার্য্যাসক্ত,—তাহাই তামস, পার্থ! ২২

নিয়ত, আসক্তিহীন, অরাগ-অদ্বেষ-কৃত,
নিষ্কামীর কৃত কর্ম্ম,—সাত্ত্বিক তাহা কথিত। ২৩

অহঙ্কারে কামেচ্ছায় হয় যেই কর্ম্ম কৃত,
বহুল আয়াস সহ,—রাজস সে অভিহিত। ২৪

পরিণাম, ক্ষয়, হিংসা, সামর্থ্য, না করি জ্ঞান,
মোহে প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম,—তামস তাহার নাম। ২৫

নিষ্কাম, নিরহঙ্কার, ধৃতিযুক্ত, উৎসাহিত,
সিদ্ধাসিদ্ধে নির্ব্বিকার,—সাত্ত্বিক কর্ত্তা কথিত। ২৬

রাগী, ফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, অশুচি ও হিংসাপর,
হর্ষ-শোকান্বিত কর্ত্তা রাজস, সে বীরবর! ২৭

অযুক্ত, প্রাকৃত, মূঢ়, অনম্র, শঠ, অলস,
বিষাদী ও দীর্ঘ সূত্রী—সে কর্ত্তা হয় তামস। ২৮

বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ গুণতঃ ত্রিবিধ হয়;
পৃথক অশেষ রূপে কহিতেছি, ধনঞ্জয়! ২৯

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, অভয়, ভয়,
বন্ধ, মোক্ষ, জানি যাহে,—সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী কয়। ৩০

যাহাতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য আর,
হয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ,—রাজসী নাম তাহার! ৩১

অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ভাবে যেই বুদ্ধি তমাবৃত,
বুঝে সব বিপরীত,—তামসী তাহা কথিত। ৩২

মন প্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়া যে ধৃতি করে ধারণ,
একাগ্র যোগেতে,—ধৃতি সাত্ত্বিকী তা, অরিন্দম! ৩৩

যে ধৃতি করে ধারণ ধর্ম্মকাম অর্থ পুনঃ,
প্রসঙ্গতঃ ফলাকাঙ্ক্ষী,—রাজসী তাহা, অর্জ্জুন! ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥৩৬॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম ॥ ৩৯ ॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভিগুণৈঃ ॥৪০॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥

যার বলে স্বপ্ন, ভয়, শোক, দুঃখ, অহঙ্কার,
নাহি ছাড়ে মূঢ়,—ধৃতি তামসী নাম তাহার। ৩৫

এখন ত্রিবিধ সুখ শুন যাতে হে পাণ্ডব।
অভ্যাসেতে হয় রতি, অন্ত হয় দুঃখ সব। ৩৬

যাহা অগ্রে বিষবৎ, পরিণামে সুধাসম,
আত্ম-বুদ্ধি প্রসাদজ,—সে সুখ সাত্ত্বিক ঘন। ৩৭

বিষয় ইন্দ্রিয় যোগে অগ্রে যাহা সুধাধিক,
পরিণামে বিষবৎ,—সেই সুখ রাজসিক। ৩৮

কিবা অগ্রে, পরিণামে, যাহা আত্ম-মোহকর—
নিদ্রালস্য ভ্রম-জাত,—তামস সে, বীরবর! ৩৯

নাহি পৃথিবীতে, স্বর্গে, দেবগণে, কদাচন
প্রকৃতিজ এই তিন গুণ-মুক্ত যেই জন। ৪০

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদের বীরর্ষভ!
স্বভাব-সম্ভূত গুণে প্রবিভক্ত কর্ম্ম সব। ৪১

শম, দম, তপ, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা-ব্রত,
আস্তিকা, বিজ্ঞান, জ্ঞান—ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবতঃ। ৪২

শৌর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, দাক্ষ্য, যুদ্ধেতে স্থিতি নির্ভীক,
দান, ঈশ ভাব,—কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক। ৪৩

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭॥

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।
শব্দাদীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১॥

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ

গোরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য,—বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবজ।
পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম শূদ্রদের সেই মত। ৪৪

স্ব স্ব কর্ম্মে রত নর পায় সিদ্ধি, হে অর্জ্জুন!
স্বকর্ম্মনিরত সিদ্ধি পায় যথা বলি, শুন। ৪৫

প্রাণীর প্রবৃত্তিদাতা, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
স্বকর্ম্মে পূজিয়া তাঁকে সিদ্ধি লাভ করে নর। ৪৬

সগুণ সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে শ্রেয় স্বধর্ম্ম বিগুণ;
স্বভাব-নিয়ত কর্ম্ম করিলে কদাচ পাপ না হয়, অর্জ্জুন! ৪৭

সদোষ হ'লেও নাহি কদাচ সহজ কর্ম্ম করিবে বর্জ্জিত।
ধূমাবৃত অগ্নি মত, সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভ থাকে দোষে আবরিত। ৪৮

সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা, নিস্পৃহ জন,
সন্ন্যাসেতে করে লাভ নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি পরম। ৪৯

সিদ্ধি লাভ যেই রূপে পায় ব্রহ্ম হে অর্জ্জুন!
জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা যাহা, সংক্ষেপেতে শুন। ৫০

শুদ্ধ বুদ্ধি, ধৃতি বশে আত্মা যার নিয়মিত,
শব্দাদি বিষয় ত্যাগী, রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত,

সন্নিহীর্ন, লঘু-ভোজী, যত বাক্য, কায়, মন,
নিত্য ধ্যান-যোগ-পর, বৈরাগ্য করি গ্রহণ,—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ৫৭

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ।৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥৫৯।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ।৬০।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, ক্রোধ, পরিগ্রহ, কাম
ত্যজিয়া,—নির্ম্মম, শান্ত, ব্রহ্মে করে অবস্থান। ৫১-৫৩

ব্রহ্মভূত, প্রসন্নাত্মা, না করে আকাঙ্ক্ষা শোক,
লভে পরাভক্তি মোর সর্ব্বে সমদর্শী লোক। ৫৪

ভক্তিতে যথার্থ জানে,—আমি সর্ব্ব চরাচর;
জানি তত্ত্বে আমাকেই করে লাভ অনন্তর। ৫৫

করিয়াও সর্ব্ব কর্ম্ম সদা মমাশ্রয়গত,
মম প্রসাদেতে পায় অব্যয় পদ শাশ্বত। ৫৬

চিত্ত দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পি মৎপর,
বুদ্ধি যোগাশ্রয়ে হও মৎচিত্ত নিরন্তর। ৫৭

মচ্চিত্ত, প্রসাদে মম হবে সর্ব্ব দুঃখ পার;
হবে নষ্ট, নাহি শুন যদি করি অহঙ্কার। ৫৮

"করিব না যুদ্ধ"—ইহা ভাবিছ যে অহঙ্কার করিয়া সহায়,
মিথ্যা সে সঙ্কল্প তব, প্রকৃতিই নিয়োজিত করিবে তোমায়।

স্বভাবজ স্বীয় কর্ম্মে নিবদ্ধ হয়েও যাহা
করিতে অনিচ্ছু মোহে, অবশে করিবে তাহা। ৬০

সর্ব্বভূত হৃদয়েতে বিরাজিত, হে অর্জ্জুন! আছেন ঈশ্বর,
যন্ত্রারূঢ় সর্ব্ব ভূত মায়া বলে ভ্রাম্যমান করি নিরন্তর। ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

তাঁহার শরণ লও সর্ব্বভাবে, হে ভারত!
তাঁহার প্রসাদে পাবে শান্তি ও স্থান শাশ্বত। ৬২

গুহ্য হতে গুহ্যতর কহিনু জ্ঞান, পাণ্ডব।
বুঝিয়া অশেষ মতে কর যাহা ইচ্ছা তব। ৬৩

পুনঃ গুহ্যতম কথা শুন মম, বীরর্ষভ!
তুমি অতি প্রিয় মম, কহিতেছি হিত তব। ৬৪

মদ্ভক্ত, মদ্গত চিত্ত, হও মম উপাসক, কর নমস্কার!
আমাকে পাইবে সত্য,—প্রিয় তুমি, তব কাছে প্রতিজ্ঞা আমার।৬৫

তেয়াগিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম, লও তুমি এক মাত্র শরণ আমার।
করিও না শোক, পার্থ! সর্ব্বপাপ হতে আমি করিব উদ্ধার। ৬৬

তপস্যা শুশ্রূষা-ভক্তি-বিহীন নিন্দুকে মম,
আমার এ কথা তুমি কহিবে না কদাচন। ৬৭

এ পরম গুহ্য তত্ত্ব যে মম ভক্তকে কয়
পরম ভক্তিতে, পাবে আমাকে সে অসংশয়। ৬৮

তাহা হ'তে মনুষ্যেতে নাহি মম প্রিয়কারী,
নাহি হবে প্রিয়তর এ ভবে, গাণ্ডীবধারি। ৬৯

মোদের এ ধর্ম্ম কথা যে করিবে অধ্যয়ন,
জ্ঞান যজ্ঞে আমারে সে পূজিবে,—এ মত মম। ৭০

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শুনে ইহা যেই নর, অনসূয়, শ্রদ্ধাবান,
সেও মুক্ত, পায় পুণ্যকারীদের শুভধাম। ৭১

একাগ্র চিত্তে কি পার্থ! করিলে ইহা শ্রবণ?
অজ্ঞানজ মোহ তব হইল কি বিমোচন? ৭২

অর্জ্জুন কহিলেন,

নষ্ট মোহ, স্মৃতি-লাভ, হয়েছে প্রসাদে তব,—
গত ভ্রান্তি মম; আজ্ঞা পালিব তব, কেশব! ৭৩

সঞ্জয় কহিলেন।

মহাত্মা কৃষ্ণের আর পার্থের, হে নৃপোত্তম!
শুনিলাম এ সংবাদ অদ্ভুত, লোমহর্ষণ। ৭৪

শুনিনু ব্যাস-প্রসাদে এ গুহ্য যোগ পরম,
সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ কহিতে পার্থে স্বয়ম্। ৭৫

কৃষ্ণার্জ্জুন এ সংবাদ, অদ্ভুত ও পুণ্যাধার,
স্মরিয়া, স্মরিয়া হৃষ্ট হইতেছি বারংবার। ৭৬

হরির অদ্ভুত রূপ স্মরিয়া স্মরিয়া আর,
হতেছে বিস্ময় মহা, হৃষ্ট চিত্ত বারংবার। ৭৭

যথা যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যথা পার্থ ধনুর্দ্ধর,
তথা শ্রী, বিজয়োন্নতি, নীতি ধ্রুব, নৃপবর! ৭৮

ইতি মহাভারতান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায়।